সাত পাক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত।

বরেন্দ্র লাইব্রেরী
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক।
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রাবণ, ১৩৩১।

মূল্য ১৲ টাকা

আইডিয়াল প্রেস
৪নং সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র

ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের

শ্রীচরণ-কমলে

পুরী,

৺রথ দ্বিতীয়া আষাঢ়,

১৩৩১

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

		মূল্য
জৈনধর্ম্ম	... ...	৸৹
চয়ন (আখ্যায়িকা)	...	৸৹
নকল পাঞ্জাবী (উপন্যাস)	...	৷৷৹
মায়া (উপন্যাস)	... ...	২৲

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

সাত পাক

১

গ্রীষ্মের ছুটি সুরু হইয়াছে। ছাত্রাবাসগুলি নীরব হইয়াছে। কলিকাতা কলেজ অঞ্চলের কাছাকাছি একটি ছোটখাট জীর্ণ-শীর্ণ ছাত্রাবাসে যে দুই চারি জন ছাত্র এখনো রহিয়াছে, এম্ এ ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান বিমল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের অন্যতম। বর্দ্ধমান জেলার দেবপাড়া গ্রামে বিমলের বাড়ী।

দুর্ভিক্ষ, মারী ও ম্যালেরিয়া বর্দ্ধমানের ধন মান প্রাণ বহু পূর্ব্বেই হরণ করিয়া লইয়াছে; যেটুকু বাকি ছিল, জিলার জমীদারকুল কলিকাতা বসিয়া লম্বা নল

বসাইয়া চুষিয়া লইয়াছেন। বিমল সে রসে বঞ্চিত। পল্লীগ্রামে একখানি জীর্ণ কুটীর এবং একমাত্র বিধবা বৃদ্ধা জননী ব্যতীত জন্মভূমিতে আর কিছু এবং আর কেহ নাই। কিন্তু এক সময়ে ছিল,—বিমলের পিতামহ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং অনেক বিঘা ব্রহ্মত্র জমি ছিল। পিতামহের পরলোক প্রাপ্তির পরই হঠাৎ তত্রত্য জমীদার বাবুর জমি জরিপের সখ জাগ্রত হওয়ায় ব্রহ্মত্রটুকু হযবরল হইয়া গেল। এ সব ঘটনা বিমলের জন্মের পূর্ব্বেই ঘটিয়া গিয়াছে।

কলেজ ছুটীর পরই দেশে মাতার নিকট ছুটিয়া যাওয়া বিমলের উচিৎ ছিল। সভা সমাজ স্বদেশী প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্ত নয়, বিবাহ হয় নাই সুতরাং বাড়ীর দিকে তেমন টান নাই বলিয়াও নয়, অথবা কোর্টশিপ টোর্টশিপ প্রভৃতির হাঙ্গামায় হাবুডুবু খাইয়া বিশেষ কার্য্যাটকেও নয়—না যাওয়ার যে সব কারণ অনুমান করা যাইতে পারে, বিমলের তাহা নয়। যাহা, তাহা বলিতেছি।

বিমলের বন্ধু হরিপ্রসাদ জাতিতে সুবর্ণ বণিক। একবার বি এ ফেল করিয়াছে মাত্র! ইহাতেই পিতা

এটর্ণি চন্দ্রকিশোর বাবু অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছেন। এমন কি বিবাহের সম্বন্ধটা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। মনোভঙ্গে হরিপ্রসাদ থিয়েটার দেখে, হোটেলে চপ্ কাট্‌লেট খায়, সহরময় ট্রামে ট্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে বিমলের মেসে আসিয়া অ্যাক্‌টিং গান ও ফিলজফির তর্ক করে। বিমল এত কাল এক তরফা বন্ধুত্বের রসদ যোগাইয়া আসিয়াছে, তাহাতে বিমল হরিপ্রসাদের সব কথাই জানে, হরিপ্রসাদ বিমলকে 'মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড' ব্যতীত তাহার আর বিশেষ কোন খবরই জানে না। কিন্তু যখন বিমল জানাইল, তখন দেখিল, তাহার বন্ধুত্ব অপাত্রে অর্পিত হয় নাই। চিঠি পাইয়া হরিপ্রসাদ অতি ভোরেই ছুটিতে ছুটিতে মেসে আসিয়া হাজির হইল। বিমল তখনো শুইয়া রহিয়াছে। বিমল হরিপ্রসাদকে দেখা সত্ত্বেও চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল। হরিপ্রসাদ আস্তে আস্তে বাঁ হাতে বিমলের দক্ষিণ কর্ণ ধরিয়া টানিয়া উঠাইয়া তাহাকে বসাইল।

"Good morning Mr. Banerjee! কান টান্‌লে মাথা আসে, দেখ্‌লুম। কিন্তু, প্রাণ টান্‌লে ?"

"কিছুই না। টানাটানিই সার।"

"মিথ্যা কথা।— আর শুয়ে শুয়ে ন্যাজ নাড়লে ?"

"নাড়তে নাড়তে নিদ্রা।"

"নিদ্রায় খোয়াব—টাকার তোড়া, মোহরের ঘড়া, অন্ততঃ দু' এক তাড়া নোট।"

খোয়াব নয়, সত্যই হরিপ্রসাদ পকেট হইতে নোটের একটি ছোট তাড়া বাহির করিয়া বিমলের সম্মুখে রাখিল। বিমল হরিপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ক্রমশঃ তাহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত কঠিন ভাব ধারণ করিল। তবু একটু হাসিয়া বলিল,

"ও কি, প্রেমপত্র নাকি ?"

"প্রতিজ্ঞা-পত্র—রাজ সরকারের সহি—"

"বাপ্ রে! প্রেম, রাজারাজড়ার সহিত, তা আবার সহি করা। অতটা সহ্য হবে না। বন্ধু, ভুল করেছ, আমি ভিখারী—প্রেমের নয়, পরামর্শের।"

"তুই যদি সোনার বেনে হতিস্, আমার মতো—এ প্রেমের কদর বুঝতিস্। বুঝতিস্—পরামর্শে পাওনাদার ভোলে না, ক্ষিদের নাড়ী নাচ থামায় না, জননীর উপবাস নিবারণ হয় না! তা যদি হ'ত, ভারত জননীর তাহ'লে এত দিনে বদহজমি হ'ত। আমি

সোনার বেনে, সোনা চিনি। তুলে রাখ। রাত দশটায় ফিরে এসে চিঠি পাই, ভোর হ'তে না হ'তেই ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসেছি—কেন ?"

"বড্ড অস্থির হয়ে পড়েছিলুম! বিশেষ মার জন্যে। একে দুর্ভিক্ষ, তা'তে দু মাস টাকা পাঠাতে পারিনি, কি ক'রে যে দিন কাটছে!—"

বিমলের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"—আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। একটা টিউশনি পর্য্যন্ত জুটল না। ধিক্ আমার লেখা পড়া! একমাত্র ভিক্ষা, তাও দু একবার মনে হয়েছে! মানুষের এমন অবস্থা, এমন দিনও আসে!"

তর্কবিতর্ক আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। স্থির হইল, ছুটীর মাস কয়টা কোন আফিস টাফিসে খেটে হাতে কিছু টাকা জমাইয়া লইতে হইবে। সুপরিশ টুপারিশ যাহা প্রয়োজন, হরিপ্রসাদ পিতাকে বলিয়া ঠিক করিবে।

১

এটর্ণি চন্দ্রকিশোর বাবু পুত্র হরিপ্রসাদের নিকট বিমলের সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,

"তাই তো, ছেলেটি তা'হ'লে খুব কষ্টে পড়েছে। তা এদ্দিন আমায় বলিস্ নি কেন?"

"হাঁ বাবা, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে! মনে কর যেন এ আমরই বিপদ—তোমার নিজের ছেলের!"

চন্দ্র বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,

"খুব কথা শিখেছিস্ তো?"

"তা যা বল, বাবা।"

"ওঃ, কত বাধ্য! শান্ত শিষ্ট!—পাজি বদমাস্! বেটা এখন কাজ বাগাবার চেষ্টা করছে!—হতভাগা! সেরেফ ইয়ার্কি না দিয়ে যদি কথা শুন্‌তিস্, পড়তিস, বি এটা পাশ করতিস্, বিয়েও দিতুম। দেখ দিকি, ছেলেটি কত ভাল, ইউনিভারসিটির ফার্ষ্ট বয়! আর তুই কি!"

"সেটা দেখ না কেন, ওরা হল বামুন আর আমরা হলেম সোনার বেনে। দোষ কি আমার?

"পাজি, নচ্ছার, মস্করা শিখেছে!"

"না বাবা, মস্করা নয়, তুমিই তো আস্কারা দিয়েছ। দাও একটা সুপারিশ চিঠি, দাও—দেরী করো না।"

"ব্যাটার আর তর সয় না! ছেলেটিকে ডাক।"

বিমল আসিল।

"এস বাবা, এস। তার পর, আমি হরের কাছে সব শুনেছি। এখন কথা হচ্ছে, আমার যতটা জান্ পছন্দ আছে, খতিয়ে দেখলুম, একটা যায়গায় কতকটা নিশানা হ'তে পারে। আমার এক দোস্ত আছেন, নাম শুনেছ কিনা জানি না, ভারি লায়েক আদ্‌মি—শ্রীশ বাবু। লোকে ব'লে মিঃ মুখার্জ্জি, একটু সাহেবী ঢোল; তোমাদেরই জাত ভাই। তুমি তাঁর সঙ্গে এক বার মোলাকাৎ কর—আজই। আমি লিখে দিচ্ছি, কি বল, তোমার কি মতলব?"

"তাই দাও না বাবা! ওকে আবার কি জিজ্ঞেস করছ?"

"তুই থাম্ না ব্যাটা।"

বিমল বলিল,

"আমি আর কি ব'লব, আপনি যেরূপ বল্‌বেন।"

৩

বেলা দুইটায় বিমল শ্রীদুর্গা স্মরিয়া মেস হইতে বাহির হইল। চন্দ্রকিশোর বাবু তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু বেলগাছিয়ার ন্যাশন্যাল অয়েল ফ্যাক্টরীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জাপান-প্রত্যাগত মিঃ এস্, সি, মুখার্জ্জির নিকট সুপারিশ-পত্র দিয়াছেন। বিমল পত্র লইয়া বেলগাছিয়ায় ফ্যাক্টরীতে মুখার্জ্জি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। একবার ইচ্ছা হইল, চিঠিখানি খুলিয়া পাঠ করে, কিন্তু পারিল না। খুলিতে গিয়া বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। প্রণয়ের প্রথম পত্র এবং প্রথম চাকুরের প্রথম 'সুপারিশ-পত্র দুয়েতেই এই প্রকার ধড়ফড়ানি হইয়া থাকে। কেন না উভয়েই উমেদার কি না!

একে গ্রীষ্মকাল, তা'তে দিবা দ্বিপ্রহর, আবার ছাতা নাই। তিন মাইল পথ পায়ে হাটিয়া যখন বেলগাছিয়ায় অয়েল ফ্যাক্টরীর গেটের কাছে আসিয়া পড়িল, তখন বিমলের পা আর চলিতে চাহিল না। হৃদয় কিন্তু চঞ্চল হইল, লজ্জা ভয় উঁকি মারিল, মুখমণ্ডল আরো

রক্তিম আরো প্রস্ফুটিত হইল। মন এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু চরণ টানিয়া ধরিতেছে। প্রেম-অভিসারের সকল বিকার এপ্রেন্টিস্ নবীন যুবক বিমলচন্দ্রে এক সঙ্গে দেখা দিল।

দ্বারবান ভোজপুরী খোট্টা মৃদং সিং বিমলের পত্র লইয়া মুখার্জ্জি সাহেবের সকাশে পেশ করিতে চলিল। সাহেব তখন খাস্ কামরায় সদ্য-আমদানি একটি উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের সহিত বাৎচিৎ করিতেছিলেন। সেও উমেদার, তবে তেলের নয়, রন্ধন-কার্য্যের।

"ওরে ব্যাটা! তোর নাম কি?"

"হেউ।"

"নাম—নাম—"

"নাম-অ—নাম-অ—স্রামকিনিকিনি সাহু ঠাকুর, গ্রাম ভানুপুর, ডাকঘর কাকটিপুর, জিলা কটক। আর কঁড় কহিব!"

মিঃ মুখার্জ্জি কিছুক্ষণ অবাক হইয়া ব্রাহ্মণের মুখে চাহিয়া বলিলেন,

"কি কহিলি? কিনি কিনি?"

"হেউ—রাম কিঙ্কিনী। মু প্রভুঙ্ক গোড়কে কিঙ্কিনী অছি—হেউ।"

"ওরে ব্যাটা কিনিকিনি হেউ! পারিবি? রন্ধন কর্ম্ম, ভাল কিরি? দেখিস্, গোলমাল করিস্ নে। চুরি চামারী একটু কম করবি।"

"মু ব্রাহ্মণ অছি—মতে—"

"তা তো অছি—ব্রাহ্মণই তো বেশী চুরি করে, আজ কাল। তাঁরা খুব বড় লোক, জমীদার—আমার শ্বশুর বাড়ী—বুঝুলু? ব্যাটা, হাস্য করিলি যে! তা'দের বামুন ব্যাটা পালিয়েছে—মহা ফ্যাসাদ!"

"হেউ। কেত্তা তঙ্কা তলব মিলিব?"

"দশ তঙ্কা।—বুঝুলু?"

"মু পারিবে না। পনের তঙ্কা হেলে কাম করিমু।"

"ওঃ, ব্যাটা কিনিকিনি পনের টাকা চায়!"

"কিনি কিনি অছি তো কঁড় হৌচি।"

"আরে মলো, উড়ে ম্যাড়া আবার তর্ক তোলে! আচ্ছা ব্যাটা, তাই পাবি। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ওরে ব্যাটা, একটু ভাল কাপড় চোপড় প'রে যাস।

আর নাকের ওপর তেলকটা পুছে ফেল—তা'রা সায়েব লোক আছি। যা! বাইরে ব'স গে। চিঠি লেখা হ'লে দারোয়ান তোর হাতে দেবে।"

"হেউ!"

"হেউ কিরে ব্যাটা! সেখানে অমন হেউ হেউ করিস্ নি—তা'রা সায়েব লোক।"

"হেউ!"

"My God! আমার শিরে শিরে কিনিকিনি বাজিয়ে দিলে, বাবা!"

"হেউ!"

মিঃ মুখার্জ্জি দুই কানে আঙ্গুল দিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। এই সময় দারোয়ান তাঁহার হাতে একখানি চিঠি দিল।

"চিঠি কোন্ লে আয়া?"

"হুজুর! একঠো বঙ্গালী বাবু।"

"বোলাও বাবুকো। দেখ্‌ছি, চন্দ্রবাবুর হাতের লেখা—হঠাৎ চিঠি? আবার কি ফ্যাসাদ বাধাবেন!—আসুন—আঃ, ব'স—তোমার—আপনার—What do you want?"

বেচারী বিমল মুস্কিলে পড়িল। নমস্কার করিয়া কি বলিবে, ভাবিয়া পাইল না।

"I see—বেয়ারা? হুঁ—চন্দ্রবাবুই লিখ্‌ছেন, দেখ্‌ছি—আপনি চন্দ্রবাবুর কর্ম্মচারী?"

"আজ্ঞে, না।"

"তবে?"

"আমি তাঁর পুত্রের বন্ধু।"

"বন্ধু! I see! excuse me তাহ'লে Mr.—আপনার নামটি?"

"আজ্ঞে আমার নাম শ্রীবিমল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"ভিমল চন্দোর!—Excuse me Mr. ভিমল চন্দ্র—one moment, চিঠিখানা পড়ে নি।"

গম্ভীর হাস্যে মুখার্জ্জি সাহেব চিঠি পাঠ করিতে লাগিলেন।—

ভাই মুখার্জ্জি সাহেব,

তোমাকে দাদা একটু তক্‌লিফ্‌ দিচ্ছি। আশা করি মাফ্‌ করিবে। এই চিঠির লিখিত ছেলেটি আমার বিশেষ জানিত। লায়েক ছেলে। আমার সুপারিশ বৃথা। ইনি নিজেই নিজের নজির। গেল বার বি

এতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং'—তোমরা যে বল, এ ক্ষেত্রে শুধু বিনয় নয়. মুরদ মগজ মেজাজ যা-কিছু মানুষকে পূজনীয় লোভনীয় শোভনীয় করে, তামাম একাধারে হাজির। আমার যদি কন্যা থাকিত, এবং ইনি যদি আমার একজাত হইতেন, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত ধন-দৌলত দিয়াও ইহার সহিত আমার কন্যার সাদি দিতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উহা বে-আইনী। বিবাহ-সম্বন্ধীয় আইনের একটা ওলট্ পালট হওয়া জরুর দরকার। নহিলে অনেক খেয়াল অনেক মোনাসেব হয় মুলতুবি রাখতে হয়, না হয় এক তরফা ডিস্‌মিস্ করতে হয়। যাক, তুমি বোধ হয় এতটা ওকালতিতে নারাজ হ'য়ে উঠেছ, কেন না তুমি কাজের লোক। সুতরাং কাজের কথাই বলি। জানই তো, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ঠাকুরাণীজীদের মোকদ্দমা চির-প্রসিদ্ধ। অবশ্য দুই এক স্থলে ইহার গরমিল যে না আছে, এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ তোমা-কেই ধৃত করা যাইতে পারে। উহার জবানী—Exception proves the rule অর্থাৎ সকল আইনেরই মারপ্যাচ আছে। শ্রীমান বিমল চন্দ্রের তরফে স্বাভাবিক

কানুনই বহাল হইয়াছে এবং সে অতি কঠোর ভাবেই। এখন আবশ্যকীয় বক্তব্য বলিতেছি। বিমল বাবুর মতলব, হালফিল এম-এ এন্‌তাহাম দিবে। পিছে আইন পড়বে। কেন না আইন পড়া আমার মতে প্রত্যেকের উচিত। মানুষের মনকে চৌখোস ও তাজা করিয়া তোলার জন্য আইন-শাস্ত্রের মত এমন দাওয়াই আর নাই। অবশ্য exception আছে, যেমন তোমার caseএ। তুমি স্বভাবতঃই আইনজ্ঞ। এই যে exception—সে কথা তো গোড়ায়ই বলেছি। যাক্‌, এখন আসল কথা বল্‌ছি। বিমল এখন একটু বে-কায়দায় পড়েছেন, তাই মনে করেছেন, মাস কয়েক কোন একটা আফিসে Temporary থাকিয়া কিছু অর্থ যোগাড় করিয়া দেশে একমাত্র বিধবা মাতার খরচ পত্রের উপায় করিয়া খাতিরজমা হইয়া বিদ্যাচর্চ্চায় আপনাকে মস্‌গুল করিয়া রাখেন। তাই আমার আরজি—তোমার ফ্যাক্টরীতে ইহার মানান-সই কোনো কাজে বহাল করিয়া লইবে, আশা করি। আশা করি, খোস মেজাজে আছ। ইতি

তোমাদেরই

শ্রীচন্দ্র

চিঠি পড়িয়া খানিক ক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া হঠাৎ মিঃ মুখার্জ্জি ফোস্ করিয়া একটা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

"তার পর—মিঃ ব্যানার্জ্জি—বিমল বাবু—"

এ প্রশ্নের উত্তর হয় না। তাই বিমল একটু নড়িয়া চড়িয়া স্মিত হাস্যে ঘাড় নত করিয়া ঘর্ম্মসিক্ত মলিন পাঞ্জাবীটির হাতের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

"Be a man, Mr. ভিমল বাবু! আপনি আমার জাতভাই—অবশ্যই বিবাহ করে ফেলেছেন।"

"আজ্ঞে না।"

"করা উচিৎ এবং অতি শীঘ্রই। ব্রাহ্মণ মাত্রেরই ও সংস্কারটা সকাল সকাল সেরে ফেলা ভাল। এখানেও আমি পূরো স্বদেশী। কিন্তু লোকের কি বুদ্ধি! বলে, আমি সাহেব। আমি Spirit ধ'রে কাজ করি। দরকার হ'লে, আমি হোটেলেও খানা খাই, আবার টিকি নেড়ে পাত পেড়ে ফলারও করি। আমার ও সব গোড়ামি নেই। এই ধরুন, আপনিও ব্রাহ্মণ, আমিও ব্রাহ্মণ; আপনার আমার সহজেই বিবাহ হ'তে পারে।"

বিমল দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া বক্তার মুখে চাহিয়া রহিল। —বলে কি! 'আপনার আমার বিবাহ!'

"বুঝছেন না? কিন্তু old fool বুড়োরা আপত্তি তুলবে।"

বিমল বলিল,

"আজ্ঞে, তা তোলারই কথা।"

"কেন মহাশয়? আপনি বাড়ুযো আমি মুখুযো—মুখুয্যেয় বাড়ুয্যেয় বিয়ে হয় না? আপত্তিটা কি?"

"আজ্ঞে না, তা'তে আপত্তি কি।"

"Sensible, কিন্তু ignorant ঐ মেয়ে ব্যাটারা একটা না একটা আপত্তি তুল্‌বেই তুল্‌বে। সে কি ব'লব, বিমল বাবু, আমি ল্যাজে-গোবরে হয়েছি! কে বলে ওঁরা অবলা সরলা? আমি দেখ্‌ছি, অতিশয় প্রবলা! শুধু প্রবলা নয়, হরবোলা, রকম রকম আওয়াজ ছাড়ে। ওঁরা বড়লোকেরও বাবা! জানেন না, বড়লোকী চাল?—খাটায়, খোটা দেয় আবার চোখ রাঙ্গায়, যেন আমারা কলুর বলদ। শুধু আমরাই নয়, সমাজ ব্যাটাও এমনি henpecked যে, ওঁদেরই কথায় ওঠে বসে ডিগ্‌বাজি খায়।—হাস্‌ছেন—কে বলে, উঁহারা অধীন! দেখছেন

না—কি তাজ্জব ব্যাপার! ওঁরাই তো আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে নাচাচ্ছে আর নাকিস্বরে গাওয়াচ্ছে—আহা, আমাদের মেয়েরা বড়ই পরাধীন! অর্থাৎ আমরা আরো একটু নাচি।"

"ওটা হয় তো আমাদের Weakness."

"হয় তো কি! দেখছেন না, একবার চোখ রাঙালে চক্ষু চড়ক গাছ!"

"আমার এখনো চোখ ফোটেনি, মশায়!"

"ফুটবে—ফুটবে,—শীগ্‌গীরই ফুটবে—তেলের ঘানিতে এসে পড়েছেন—হা-হা-হা-হা! আগে ভাগে জেনে রাখা ভাল। ফিলজফি বলুন আর সাইকোলজিই বলুন, সার মর্ম্ম এই—ওঁরা যা বলান বলি, ওঁরা যা করান, করি। আমাদের ফোঁসফোঁসানি—সাপুড়ের সাপের মতন।—তুমি বোধ হয়, চট্‌ছ, মেয়েদের নিন্দে শুনে।"

"আজ্ঞে, এ নিন্দাচ্ছলে স্তুতিই হচ্ছে। সত্যিই ওঁরা হচ্ছেন, দেশের সমাজের শক্তি।"

"তা হ'ন না শক্তি! তাহ'লে আমাদেরও একটু শক্ত হওয়া উচিত। আমাদের কিছুতেই পেছ-পাও হওয়া উচিৎ নয়।"

"তা সত্যি, আমরা পেছ-পাও হ'লে ওঁদেরই ঘাড়ে গিয়ে পড়ব।"

"Quite so, Just so!—চন্দ্রবাবু মিথ্যে লিখেন নি! সত্যই, আপনিই আপনার Recommendation. —যাক, আপনার সাম্‌নে আর আপনার প্রশংসা করছিনে। আশা করি, অন্যত্র করলে, তা'তে আপনার আপত্তি নেই।"

"কিছু না। যিনি প্রশংসা করেন, তিনিই প্রশংসার্হ।"

"Thank you বিমল বাবু—many many thanks—"

মিঃ মুখার্জ্জি চেয়ার হইতে তড়াক করিয়া উঠিয়া বিমলের হাত ধরিয়া দুই চারি বার ঝাঁকিয়া দিলেন।

বিমল প্রথমতঃ থতমত খাইয়া গেল। তার পর হাসিয়া অন্যমনস্ক হইল।

"যাক, এখন কাজের কথা হ'ক। দেখুন মিঃ ব্যানার্জ্জি, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়—আজ কাল যে একটা হুজুগ উঠেছে, বিশেষতঃ এই নব্য যুবকদলের মধ্যে—আমি হাড়-হাবাতে বওয়াটেগুলোর কথা বল্‌ছিনে, এই আপনাদেরই মতো দেশের সোনার

চাঁদদের মধ্যে—বিবাহ করতে চায় না! বল্‌ছে, দেশের জ সমাজের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। বেশ তো, ভাল কথা, কর্‌ না। কিন্তু বিবাহে দোষ কি? বরং বিবাহ করাই যে দেশের সমাজের একটা বড় সেবা। আর বুঝেই দেখুন না, স্ত্রীলোক না হ'লে সেবা করেই বা কে? এ কথা বুঝালেও তা'রা বুঝছে না। দেখুন দিকি, এখন আমরা যাই কোথায়? তোরা যদি বেঁকে বস্‌লি, তা হ'লে যে জাপান থেকে বর আমদানি করতে হবে! আর বাঁকিস্‌ই বা কার ওপর?—অবলা সরলা, আহা! শাস্ত্র ব'লে গেছে, নারী লক্ষ্মী, সতত রক্ষণীয়া। এদের অবহেলা করা দেশের পক্ষে সমাজের পক্ষে মঙ্গল? কাজে কাজেই তা গড়াবে। দেশের ধাঙ্গড় ভাঙ্গড় ধ'রে তো আর মেয়ে বোন এঁদের বে দেওয়া যায় না! অতটা স্বদেশ ভক্তি ভ্রাতৃভাব আমার নাই, মশায়! আর ঈশ্বর-কৃপায় যেন ওরূপ প্রেম না হয়। তুমি কি বল, ভাই? তোমারও কি দাদা ঐ মত? তুমিও কি ঐ দলের?"

"আজ্ঞে, আমার সেরূপ কোনো দল নাই। বর্ত্তমানে

যদিও আমি একমাত্র উমেদারের দলে, তবু তাদের ঐ ideaটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"উড়তে শিখো না, দাদা! ও সব দলে ভিড়ো না, ভেড়া ব'নে যাবে।"

"আজ্ঞে, আপাততঃ মানুষই আছি। তবে—"

"আবার তবে কেন?"

"তা বটে। ঐ বিষয়ে আমার এখনো একটা মতামত তৈরী হয়নি। তবে যে সব কারণে মানুষ বিবাহ করতে চায় না, বা করে না—"

"যে ব্যাটা না করবে, সে মরবে! তুমি আমি বেঁচে থাকলেই হ'ল।"

"তা আছি বটে। তবে—"

"তবু 'তবে'? তবে তবে ক'রে দাদা আর দর বাড়িয়ো না। একেই বাজার চড়া। এখন তোমরা যদি হাঁক ডাকটা কম কর, তবে বাজার একটু নরম হয়। দেশে দুর্ভিক্ষ। এও তো একটা বড় রকমের social service. এতে অনেক দায় বিদায় হয়। তুমি আর তবে তবে ক'র না, দাদা!"

"আজ্ঞে, তবে তাই।"

"বাঁচালে ভাই !"

মিঃ মুখার্জ্জি চেয়ার হইতে উঠিয়া বিমলের হাত জোরে জোরে ঝাঁকিয়া দিলেন।

"—ও সব বাজে কথা ছাড়। আমরা সংসারী লোক, সংসারের কথা বুঝি। তাই বল, ভাই। সংসারে তোমার কে কে আছেন? কেমন আছেন সকলে?"

"আজ্ঞে, সংসার ব'লতে আমি আর আমার মা। আমি কল্‌কাতা মেসে থেকে পড়াশুনা করি, মা দেশে কুড়ে ঘরে হরি নাম করেন।"

"আহা, তাহ'লে দেখ্‌ছি, তাঁর বড়ই কষ্ট! কাছে দেখ্‌বার শোনবার আপন জন কেউ নেই! এই দেখুন, আপনার যদি বিয়ে হ'ত, তা হ'লে কষ্টের কোনই কারণ থাক্‌ত না। তিনি বউটি নিয়ে থাক্‌তে পারতেন। কি সুখের! কি সুখের! কি আনন্দের! আর এর চেয়ে দেশের সমাজের উপকার কে কি বেশী করতে পারে? আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আপনার মাকে গিয়ে এ কথা বুঝিয়ে বলি।"

বিমল হাসিল। বলিল,

"মা বলেন, আগে পড়ে শুনে মানুষ হ—"

"মানুষ! মানুষ হ'তে আর আপনার বাকিটা কি? দাড়ি গোঁফ সবই তো উঠেছে!—আর দেখুন, বিয়ে একটু সকাল সকাল ক'রে ফেলাই ভাল। বেশী বয়স হ'লে আর রোমান্স থাকে না। আমরা এ বিষয়ে authority, সুতরাং এ কথায় আর তবে বল্‌লে চল্‌বে না।—মান্‌তেই হবে।"

বিমল একটু লজ্জিত হইয়া হাসিয়া বলিল,

"আমি আপনাকে অমান্য করছিনে।"

"ইচ্ছে থাক্‌লেও করবেন না। কেন না, আপনি যখন আমার কাছে উমেদার—হা—হা—হা!"

মুখার্জ্জি হাসিয়া আরো জোরে বিমলের হাত ঝাঁকিলেন।

"By Jove! আদত কর্ম্মেই ভুল! ঘণ্টায় পাঁচ বার সিগারেট ফুঁকি—এই দেখুন, আপনার নেশায় সে নেশা একেবারেই ভুলে গেছি—এই নিন্—"

"আমি সিগারেট খাই না, ক্ষমা করুন।"

"সিগার?"

"না।"

"তামাক?"

"আজ্ঞে, তা-ও না!"

"আপনার দেশ কোথায়, বলুন দেখি?"

"বর্দ্ধমান।"

"কোঁচা লম্বা কাছা টান
তার বাড়ী বর্দ্ধমান।

—সেই বর্দ্ধমান? বলেন কি! বিশ্বেস হচ্ছে না।"

"আজ্ঞে সহরে নয়, পল্লীগ্রামে।"

"তা হ'লে আপনি exception. বর্দ্ধমানের লোকের মত তামাকখোর ধড়িবাজ তুনিয়ায় মেলা ভার।"

"আপনি কিছু ঠকেছেন নাকি?"

"আমি তো আমি, আমার বাবা ঠকেছে। পাঁচ হাজার টাকা dowry দেবে ব'লে পাঁচ শ'তে কাজ সারলে। বাবা তো একেবারে ভ্যাকা! তার উপর আমার ছয় মামা, ইস্ যেন ছয় রিপু, বিয়ে করলেন ছটি রূপী,—মশায়! বোধ হয় বিশ্বেস করবেন না, এক পয়সা উপার্জ্জনের শক্তি নেই, তেড়ে গিয়ে বিয়ে করলে। মাসে মাসে খরচ যোগাতে হয়। আইন করা উচিৎ, মশায়! চাকরী বাকরী না জোটায়ে কেউ যেন না বে করে। এ কি চালাকী! দশ হাত

কাপড়ে যাদের কাছা নেই—স্ত্রীলোক, গয়নার জন্যে সদাই করছে ছোঁক ছোঁক—তাদের সঙ্গে চালাকি ?—"

বলিতে বলিতে মিঃ মুখার্জ্জি সিগার ধরাইলেন। বাক্যস্রোত বন্ধ হইল। সিগারের ধোঁয়ার মতো তাহার মনও কল্পনার নানা মেঘ রচিয়া তুলিতে লাগিল। মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাসি ও কৌতুকের রেখা বিদ্যুতের মতো নানা ভঙ্গীতে খেলা করিতে লাগিল। এমনি কিছুক্ষণ খেলার পর হঠাৎ মুখার্জ্জি হো হো হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন,

"Excuse me Mr. Banerji, আসল কথাই চাপা প'ড়ে গেল। মনুষ্য চরিত্রের ঐ একটা মস্ত দুর্ব্বলতা। জাপানীরা এ বিষয়ে খুব সবল। বাজে কথার ধার দিয়েও যায় না। এর কারণ কি, জানেন? আসল বোঝে, আর ফসল বোঝে। আপনি বোধ হয়, আমার কথায় কাণ দিচ্ছেন না, মিঃ ব্যানার্জ্জি!"

"আজ্ঞে, খুব দিচ্ছি, আপনি বলুন।"

"কিন্তু এখনিই হয় তো চটবেন; যদি বলি, এই তেলের ঘানিতে ঘোরবার জন্যে আপনি জন্মান নাই।"

বিমল গম্ভীর হইয়া বলিল,

"তা হ'লে আমি উঠি।"

"তার মানে! উঠি কি? ছুটি চান? সে হবে না, মশায়! ঘানিতে আপনাকে ঘুরতেই হবে। কিন্তু সে অন্যত্র। আমি পত্র দিচ্ছি, বেলা পড়লে যেও। কিন্তু আমি লিখব, আর তুমি যে ব'সে ব'সে idiom-এ ভুল ধরবে, সে হবে না। ভায়া, তত ক্ষণ তুমি এখানকার ঘানিটা একবার ঘুরে দেখে নাও।"

"একদিন ঘুরে আর কি হবে!"

"অভ্যেস করা চাই হে, my friend! ওরে, কে আছিস্—বাবুকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আয় তো!"

বিমল ফ্যাক্টরীর কল-কারখানা দেখিতে গেল।

Now to business—বলিয়া মিঃ মুখার্জ্জি টেলিফোন ধরিয়া হাঁকিলেন—হ্যালো!

প্রতিধ্বনি হইল—হ্যালো!

প্রশ্ন—কে তুমি? Oilmans' wife অর্থাৎ কলু বৌ?

উত্তর—দেখ, তুমি আর ও নামে ডেকো না। একে পাড়ায় কান পাতবার যো নেই!

প্রশ্ন—তা হ'লে পাতো কেন?

উত্তর—কান তো আর বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখা যায় না!

"হা—হা—হা—কান বালার মত?"

"ঠাট্টা কর তো, কান বাক্সয় চাবি দিয়ে রাখব।"

"আমিও তা হ'লে নাকে তেল দিয়ে ঘুমুব। শোনো, বড় মজা হয়েছে! তোমার জন্যে একটি বর pick করেছি!"

"কি বল্‌লে? বরপি—?"

"হা—হা—হা—always after sweets. বরপি নয়, বর—বর—"

"বর্ব্বর? Savage?"

"হা—হা—হা— Savage নয়—Green cabbage—"

"এখন কপি কোথায় পেলে? দার্জ্জিলিং থেকে বুঝি!"

"না—বর্দ্ধমান—"

"বর্দ্ধমানে আবার কপি কোথা? বর্দ্ধমানের মিহি-দানা তো বিখ্যাত।"

"ঠিক! এটি সোনার দানা।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ—সোনার মত রং, দানার মতো জমানো।"

"কার ?"

"ঐ তোমার বরের ?"

"আমার ! দরকার নেই। তোমার বোনকে দাও গে। আমার কলুই ভাল।"

"এত বড় স্বার্থত্যাগ ! কটা লোক পারে !"

"লোক পারে না, স্ত্রীলোক পারে !"

"How noble ! এখন যা বলি, শোন। তুমি না চাও, মঞ্জুকে দিয়ো।"

"কা'কে ? তোমাকে ?"

"আঃ, Don't be naughty ! দুষ্টুমী কর না। My dear friend চন্দ্রশেখর উকীল একটি ছেলেকে পাঠিয়েছেন চাকরীর জন্যে। ছেলেটি ভাল, তবে বড় গরীব। কাপড় চোপড়ের তেমন ঘটা নেই। তার জন্যে আঁৎকে উঠ না। আর, বোধ করি, তোমাদের মতো আলোকপ্রাপ্ত মহিলাদের সোসাইটিতে অনভ্যস্ত। যদি একটু ভেবড়ে যায়, তোমরা ঘেবড়ে যেয়ো না ! বন্দোবস্ত ক'র, মঞ্জু যেন Receive করে, কথাবার্তা কয়। আমি যত শীঘ্র পারি যাচ্ছি। একসঙ্গে dinner,

ঘটকালি যদি ভাল ক'রে করতে পার—বখ্শিস পাবে।"

"কি ?"

"ঐ বরটি !"

"Shut up."

টেলিফোঁ ছাড়িয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি চলিয়া গেলেন। মিঃ মুখার্জ্জি হা হা করিয়া হাসিয়া চিঠি লিখিতে বসিলেন। শ্বশুর বাড়ীতে লিখিলেন—

Dear Brother-in law ! Here goes ! কুক্ কোম্পানীর আড়গোড়া হইতে একটি animal পাঠাচ্ছি, তবে গাড়ী-ঠেলা নয়, হাড়ি-ঠেলা। মূল্য মাসিক পনের তঙ্কা। হাঁড়ি ফাটাবে কি তোমাদের বরাত ফাটাবে, ব'লতে পারি না। পরীক্ষা প্রয়োজন। তবে একবার আস্তাবলে পুরে নজরে রেখ—কোন মতে না পালায়। কেন না, তোমাদের বামুন টেঁকে না। আটকাতে পারলে, কিছু "দিনে, অন্ততঃ শিখিয়ে নিতে পারবে।"

মিসেস্ মুখার্জ্জিকে লিখিলেন,—

"Dear ! hear, hear, hear, ইনিই তিনি ! খুব

সাফ দোবরা চিনি নয়, তবু বেহাত না হয়! I wish you joy.

Your naughty boy

S. C.

দুইখানি পত্র খামে আঁটিয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবুকো বোলায় দোও।"

দারোয়ান বিমলকে ডাকিতে গেল, এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল,

"বাবু বড়া পেরেসান হুয়া, হুঁই চিঠি মাঙ্গতা।"

মিঃ মুখার্জ্জি মুচকিয়া হাসিয়া মনে মনে বলিলেন,

"বাবা, দু'দশ মিনিট ঘানিতে ঘুরেই পেরেসান্! বাছাধন জানেন না, এর পর জান্ নিকলে দেবে।—এই লাও, এই চিঠি, বাঁ হাত মে ধরো, কিনিকিনি বামুনকো দেও। আউর ইয়ে ডাহিনে হাত মে ধরো—বাবুকো দেও। সমঝা? ডাহিনা হাত—বাবু। বাঁও হাত—কিনিকিনি বামুন।"

দারোয়ান তুলসীদাস পড়িতে পড়িতে সাহেবের জোর তলপে ছুটিয়া আসিয়াছিল। চিঠি লইয়া মনে মনে

জপ করিতে করিতে চলিল—বাঁও হাতমে বাবু, ডাহিনা বামুন। সীতাপতি রামচন্দ্র!

ন্যাশন্যাল অয়েল ফ্যাক্টরী হইতে বাহির হইয়া বিমল মিঃ মুখার্জ্জি সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অবসর পাইল। চাকরীর কথা চাপা পড়িয়া চাকরীদাতার কথাই বিমলের সব মন অধিকার করিয়া বসিল। মুখার্জ্জি সাহেবের কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে বিমলের মনে হইল, তাহার এই দুঃখ-দারিদ্র্যের দিনে এই ভদ্রলোকটি যেন বিধাতার প্রেরিত। কিন্তু একটি আস্ত পাগল! কি বলে কখন, ঠিক নাই। সংসারে দরিদ্র ঘৃণিত, আশ্রিত উপেক্ষিত নিগৃহীত, প্রার্থী অবমানিত—সনাতন নিয়ম। সংসারানভিজ্ঞ নবীন যুবক বিমলচন্দ্র জীবন-সংগ্রামের ভূমিকাতেই সংসারের আপাতঃ শুভ্রমূর্ত্তি দর্শনে তাহার পুঁথিগত বিদ্যার বিরুদ্ধে লড়াই না করিয়া থাকিতে পারিল না। সংস্কৃত কবির বৈরাগ্য এবং সংসারচিত্রবর্ণন তাহার নিকট মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইল। ইংরেজ কবিরা আর যাহাই হউক, একটা মিথ্যা সাজাইয়া বলে না এবং সুস্থ প্রাণকে ব্যস্ত করিয়া তোলে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বিমলচন্দ্র সংসারকে আশ্রয়

করিয়া নব নব সুখ-কল্পনায় তাহার নবীন কল্পনাপ্রবণ মনকে আরো সরস ও সজীব করিয়া তুলিল। কি একটা অজ্ঞাত অপ্রত্যক্ষ আকর্ষণ তাহার অবগুণ্ঠিত চিত্তকে হাওয়ার মতো দোল দিতে সুরু করিল। সেই দোলনায় ঘুরপাক খাইতে খাইতে বিমল বেল-গাছিয়া হইতে শ্যামবাজারের মোড়ে আসিয়া পড়িল। ট্রাম, গাড়ী, ঘোড়া, লোকজনের ভিড়ে আপনাকে সামলাইতে গিয়া বিমল দেখিল, তাহার কাঁধের উড়ানি-খানি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তখন মনে হইল, সেও যদি সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া যাইতে পারিত তো বাঁচিত; কিন্তু বাধ্য হইয়া মোড়ের মাথায় ডিস্পেন-সারির রোঁয়াকে বসিয়া পড়িতে হইল। ইংরেজ কবি-সঙ্গীরা এতক্ষণে কে কোথায় চম্পট দিয়াছে। হায়! উহারা যে কত শত গরীবের যথা সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে!

বেচারী বিমল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দোকানের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজে। একবার ভাবিল, হরিপ্রসাদের নিকট হইতে একখানা উড়ানি ও একটা ফর্সা জামা চাহিয়া আজিকার দেখা

সাক্ষাৎটা সারিয়া আসে। দমা মন আরো দমিয়া গেল। পকেট হইতে চিঠি বাহির করিয়া ঠিকানা পড়িতেই তাহার চক্ষু কপালে উঠিল! বরানগর! সে কোন দিকে? কত দূর? বিমল বরানগরের নাম শুনিয়াছে মাত্র। পথের লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যাউক, ভাবিয়া একজনকে জিজ্ঞাসা করিল,

"মহাশয়! বরানগর কোথায় বল্‌তে পারেন?"

লোকটি মাথা নাড়িয়া সাম্‌নে ঝুকিয়া গান ধরিল—

"ঐ দেখা যায় বরানগর
সাম্‌নে কাশীপুর,
মাঝি কলকেতা কদ্দূর?—
প্রাতঃ পেন্নাম. কোথা হ'তে আগমন?"

"কল্‌কাতায়ই থাকি।"

"বটে! কলকাতা থাক, বরানগর জান না? কি কাজ করা হয়?"

বিমল বিরক্তির সহিত বলিল,

"কলেজে পড়ি।"

"হেঃ—হেঃ—প্রফেসর! বল তো প্রফেসর, ছেলে

ঠেঙ্গিয়ে খাও চাঁদ, বল তো হে বাবা, কামচ্‌কট্‌কা কোথায় ?"

"মশায়, জানেন তো, বলুন না! অত বাজে কথা বল্‌ছেন কেন ?"

"কি বাজে কথা! কামচ্‌কটকা না বল্‌লে, কিছুই ব'লব না।"

"কামচ্‌কট্‌কা রুশিয়ায়।"

"কামচ্‌কট্‌কা রুশিয়ায়।
চীনে মণি চণ্ডু খায়॥

—বাবা, আগাগোড়া বেভ্‌ভুল! কামচ্‌ কট্‌কা কোথায়, জান না ?"

"আপনিই বলুন না, কোথায় ?"

"ঠিক কামরূপ কামেখ্যার মট্‌কায়—বাবা, কামরূপ কামিখ্যে জান তো ? প্রফেসর হও, আর যাই হও, একদল ভেড়া।

ও পথে যেও নারে যাদুমণি,
দোর আগ্‌লে ব'সে আছে
ড্যাবরা চোকী ছিচ্‌কাঁদুনী।"

"যে আজ্ঞে মশায়, চল্‌লুম।"

"যাবে কোথা? এগ্‌জামিন দিয়ে যাও। টেপাকুলম্ কোথা, বল তো বাবা?"

বিমল চটিয়া বলিল,

"টেপাকুলের গাছে।"

"হুর্‌রে—এগ্‌জামিন পাশ! যাও, বাবা, সোজা দু পাও হাঁকাও, চ'লে যাও গান্ ফ্যাক্টরী। তার পর ডাইরেক্‌টরী দেখে নিয়ো, তোমার বরানগর কোথায়। বাবা! আস্ত বরা নইলে এই রদ্দুরে বরানগর খোঁজে।"

বিমলের ভয়ানক রাগ হইল। কিন্তু মাতাল ঝগড়া করিলে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটিবে, ভাবিয়া বলিল,

"ধন্যবাদ।"

"ধন্যবাদ কি, বাবা! এ সব বেয়ারিং বুলি কে শেখালে! নগদ উপকার করলুম, নগদ কিছু ঝাড়ো। ধন্যবাদ নয়, নিদেন এক কোয়ার্টার ধান্যেশ্বরীর দক্ষিনেটে দাও।"

"সে কি মশায়! আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন—"

"বুড়ো! খুড়ো, তুমি বল্‌লে, বুড়ো! আমার মাগ নেই ব'লে এতটা হেনেস্তা! আমি বুড়ো! কেন?

সাদা গোঁফ দেখেছ ব'লে? সাদা কলপ মেখেছি, বাবা!
চূণমাখা চালকুম্‌ড়ো—

চাল কুম্‌ড়োয় চূণ মাখালে,
দরিয়ার পাণি, নুন মেশালে,
এ কি খুন খারাপিরে বাপ!

—শ্বশুর-বাড়ী যাচ্ছ না কি হে? আমারও ছেলে বেলায় ঐ দিকটায় শ্বশুর-বাড়ী ছেলো। মাগ ম'রে গিয়ে যেমনি অনাথা হওয়া, অমনি ও পথশুদ্ধ ডাইভোর্স।"

মাতাল কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। বিমল আর একটু অগ্রসর হইয়া আর একটি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, মাতাল ঠিকই বলিয়াছে।

বিমল বরানগর অভিমুখে চলিল।

৫

বিকেল বেলাটা বাংলার কুললক্ষ্মীদের প্রসাধনের কাল। ইংরেজ অবলারা এই সময় ঘোড়-দৌড় দেয়, মোটর হাঁকায়, ছাইকেল চাপে, ক্লাব করে, নাচে ও নাচায়। সুতরাং মোটামুটি আঁচা যায়, পুরুষ যখন কর্ম্মক্লিষ্ট শ্রান্ত ও অবসন্ন, মেয়েদের তখন স্বভাবতঃই স্ফূর্ত্তি, আমোদ এবং বাহারের পালা। কবিরা বলেন, পুরুষের ভারাক্রান্ত অবসন্নচিত্তের গ্লানি গলাইয়া দিবার জন্যই প্রকৃতির এই সপ্রেম ভবলীলা। দার্শনিক বলেন, প্রকৃতি নির্লিপ্ত এবং কতকটা নির্লজ্জা, নিজের ভোগে উদাসীনা, তাই নিজে ভোগে না পরকে অর্থাৎ পুরুষকে ভোগায়। উদাহরণ—পুরুষ শ্রীমান মনমোহন, ছোট আদালতের কেরাণী; সারাদিন খাটিয়া, সন্ধ্যায় হাটিয়া বাটী ফিরিয়া খাটিয়ায় চিৎপাৎ হইয়া পড়িল। আর প্রকৃতি শ্রীমতী মনমোহিনী সাজিয়া গুজিয়া আলতায় ঠোঁট রাঙাইয়া খোলা ছাদে খোলা হাওয়া খাইতে থাকিল। শ্রীমান পুরুষের চিৎপাৎকে কুপোকাৎ করিবার

জন্যই শ্রীমতীর এহেন উৎপাৎ। বিলিতি নিদানের বিধান মানো আর না মানো, প্রকৃতির নিয়ম মানিতেই হইবে।

মিষ্টার এস, সি, মুখার্জ্জি ওরফে বাবু শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তঃপুরেও বিকেল বেলাটা মেয়েরা এইরূপ পেটেন্ট দাওয়াই তৈরী করেন—একটু বেশী ঝাঁজের, কেন না মুখার্জ্জির অবসাদটা কিছু উগ্রতর।

প্রথম প্রথম শ্রীশচন্দ্রের লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠিতা বধূ স্বামীর ও শাশুড়ীর সেবা-শুশ্রূষার আয়োজনে ব্যাপৃত থাকিতেন। কিন্তু শ্রীশবাবু সেবার সে ঘোমটা স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়া প্রাণের আপশোষ মিটাইলেন। বধূও ক্রমে ক্রমে তাহাতে সায় দিলেন। যে রোগের যে ঔষধ।

মিসেস্ পদবীতে আরূঢ়া হইতে যে সকল বিশেষ উপসর্গের একান্ত-প্রয়োজন, মিঃ মুখার্জ্জির মাষ্টারিতে বধূ শনৈঃ শনৈঃ পাশ করিয়া ডিগ্রিসহ উহাতে বহাল হইলেন! এখন মিসেস্ মুখার্জ্জি উল্টো মিঃ মুখার্জ্জির ত্রুটি সংশোধন করিয়া থাকেন।

আদরিণী ননদিনী মঞ্জুময়ী মিসেস্ মুখার্জ্জির ছাত্রী।

তবে এখনো ম্যাট্রিকুলেশন পাশ হয়নি। তিনি ফর্ ফর্ ইংরেজি কন, মঞ্জু ইংরেজি বাংলায় খিচুড়ি পাকায়। মুখার্জ্জির মাতা বৃদ্ধা, সেকেলে। তিনি কলির দোহাই দিয়া সব সহিয়া শেষে আলোচাল কাচকলা ও মালায় মন দিয়াছেন।

মিঃ হরিশ মুখার্জ্জি অগ্রজেরই অনুজ। বি এ পাশ। ইচ্ছাটা, বিলাত গিয়া একটা যা-হোক-কিছু হইয়া আসেন। শুধু তাহা নহে, মনের গোপন কথাটি—তিনি আর নকলে নাকাল হইবেন না, একেবারে একটি আসল খোদ্‌রঙ্গিনীকে সঙ্গিনী করিয়া জোড়ে দেশে ফিরিবেন।

এবম্বিধ বাগবাজার মুখার্জ্জি পরিবারের বৈকালিক ব্যাপারে অন্য একটু বিশেষ পালা। মিস্ মুখার্জ্জির বেশেরও আজ একটু বিশেষ পারিপাট্য। আসর তৈরী, এখন অতিথির আগমন হইলেই হয়।

সন্ধ্যা হয়-হয়। বৌদিদি ভারসাস্ ননদিনীর টেনিস্ খেলা সাঙ্গ হইল। কক্ষে কক্ষে ইলেক্‌ট্রিক জ্বলিল। আলোকে আকৃষ্ট হইয়া উভয়ে সহাস-পরিহাস তর্কে বিতর্কে আলোকেরই মতো প্রশস্ত পরিপাটী হল ঘরে

প্রবেশ করিলেন। বিজলির তরঙ্গ আরো চঞ্চল আরো উজ্জ্বল হইল।

প্রত্যহ এই সময় মিস্ মুখার্জ্জি পিয়ানো বাজাইয়া গান করিয়া থাকেন। কিন্তু আজিকার সন্ধ্যায় তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কর্ত্তব্য পালনে শৈথিল্য ও বিলম্ব দেখিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি ধমক দিলেন,

"By no means—আজ গাইতেই হবে।"

"না, আমি গাইব না।"

"শোন ভাই, তুই গাইতে থাক, আর এসে পড়ুক। কেমন Romantic না?"

"ছিঃ, মা যদি বকেন?"

"মা বুড়ো মানুষ, এ সব ভাব কি বুঝ্‌বেন! তিনি ভাববেন, মেয়ে আমার ঠাকুর দেবতার ভজন গাইছে। শুন্‌তে শুন্‌তে মালা জপ্‌তে সুরু করবেন।"

"সে তুমি জানো। ব'ক্‌লে ব'লব, তুমি পেড়াপিড়ি করেছিলে।"

যেন কত অনিচ্ছা—অমনিতর ভাবখানা করিয়া ছাত্রী পিয়ানোয় গিয়া বসিল।

"কি গাইব?"

"সেই গানটা—ঠিক হবে—আজি এসেছি, এসেছি বঁধূহে—"

"না, না—ও গান নয়। মা বক্‌বেন। সে দিন গাইছিলুম, শুনে ব'ক্‌লেন—বল্‌লেন, 'থিয়েটারের মাগীদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে এসে ঘরে এসে আবার তাই বমি!'—অমনি কত কি! ও গান নয়, বল, আর কোনো গান।"

মিসেস্ মুখার্জ্জির মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন। মঞ্জু ফুরসুৎ পাইয়া পিয়ানোয় হাত বুলাইতে লাগিল। পিয়ানো সুরে বেসুরে গোলমাল করিতে লাগিল। এই সময় বাহির হইতে হাঁকিল,

"কোন্ হায়?"

গেটের দরজা ঠেলিয়া একটি মূর্ত্তি সঙ্কিত নেত্রে চারিদিকে উঁকি ঝুঁকি মারিতে মারিতে হাতায় প্রবেশ করিয়াছে। আর অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া হরিশের এই হুঙ্কার। হুঙ্কারে দ্বিতল অট্টালিকা প্রকম্পিত হইল। মঞ্জু পিয়ানো হইতে লাফাইয়া পড়িল। মিসেস্ মুখার্জ্জি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া পরদার আড়ালে লুকাইয়া

বাহিরে উঁকি মারিলেন। দেখিলেন, হরিশ আস্তিন গুটাইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতেছে; এবং একটু পরেই একহাতে একখানা চিঠি এবং অন্যহাতে একটা লোককে ধরিয়া পাকরাও করিয়া ফিরিতেছে।

"দাঁড়া এখানে—পালাবি তো গুলি করব।"

বলিয়া হরিশ বীরদর্পে হলে প্রবেশ করিলেন।

"কি, ঠাকুর পো, কি?"

"কে দাদা, কে?"

"দাঁড়াও আগে—পড়ে দেখি—এ যে একি! বৌদি, এ যে তোমার চিঠি—দাদার লেখা—দেখ।"

"কই দেখি!"

"কি চিঠি, বৌদি?"

মিসেস্ মুখার্জ্জি বলিলেন,

"এসেছে—এসেছে—মঞ্জু, তুই ভেতরে যা—ঠাকুর পো, যাও যাও, শীগ্‌গীর এনে ভিতরে বসাও—ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন!"

"ভদ্রলোক!—ঐ চেহারা ভদ্রলোক!"

"চুপ, চুপ, শুনতে পাবেন। চেহারার ব্যাখ্যানা ক'রো না।"

"হাত ধরতেই বল্‌লে—কাঁই।"

"এই সর্ব্বনাশ করলে! রাগ করেছেন—কি হবে! যাও, শীগ্‌গীর আদর ক'রে আবার হাত ধ'রে এনে বসাও। মঞ্জু, যা তো ভাই,—বেয়ারাকে চার সরঞ্জাম ঠিক করতে—শীগ্‌গীর—"

হরিশ গম্ভীর স্বরে বলিল,

"বৌদি, যা হয় তোমরা কর, আমি এর ভেতরে নেই।"

"সে কি ঠাকুরপো! তুমি পাগল হ'লে নাকি? এই তো চিঠিতে স্পষ্ট লিখেছেন—'ইনিই তিনি।' পাছে ভুল হয়, তাই আগে টেলিফোনও করেছেন। এমন পাত্র হাত-ছাড়া হ'লে যে আর পাওয়া যাবে না। যাও—"

"আচ্ছা, যা ব'লছ, করছি। এর পর কিন্তু আমাকে ছুঁ'ব না। কৈ হে?"

"হেউ।"

"ঐ শোন।"

"কি শুনব! যেমন তোমার সম্ভাষণ, তেমনি জবাব।"

"বেশ! ভাল ক'রেই সম্ভাষণ করছি।"

বলিয়া হরিশ বাহিরে গেল।

"আজ্ঞে আসুন, আসতে আজ্ঞা হয়!"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হরিশ আগন্তুকের হাত ধরিয়া টানিয়া হলের ভিতর আনিল। বৌদিদি ইত্যবসরে প্রস্থান করিয়াছেন। হরিশ বলিল,

"বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?"

"হেউ।"

"ওখানে কেন? কৌচের উপর বসুন—রাগ ক'রবেন না—আপনার নাম?"

"নাম-অ? নাম-অ—রাম-অ কিনিকিনি সাহু ঠাকুর-অ—মু নারদ সাহু ঠাকুর অছি।—"

"বেশ! বেশ! দেশ?"

"মু উৎকলবাসী—গ্রাম ভানুপুর, ডাকঘর কাকটিপুর—জেলা কটক—"

পরদার আড়ালে মৃদু হাসির রোল উঠিল।

"হসি ছন্তি কাঁই? মু কঁড় করিব! মতে কহিলা—'ঠাকুর!' মু কহিলা—'কঁড়'। 'পারিবি?' মু কহিলা—পারিব।"

"আয় না, নন্তু!"

"না-না আমি যাব না, উপরে চল্‌লুম—"

"ঠাকুর পো, জিজ্ঞেস কর, চা খাবেন কি না—পান সিগারেট দাও—কি রকম ভদ্রতা!"

হরিশ ডাকিল,

"বেয়ারা! চা লে আও।—মাপ করুন, মিঃ কিনি-কিনি! এই নিন সিগারেট খান।"

"জাত-অ জীবে! মু ধুঁয়া-পত্তড় খাই।"

"তা হোক। একটা খান।"

হরিশ দেশলাই জ্বালাইয়া ধরিল, মিঃ কিনিকিনি একবার হরিশের মুখে একবার দরজার দিকে চাহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রজ্জ্বলিত শলাকায় সিগারেট ধরাইয়া টান দিল।

"ওরে, পান নিয়ে আয়—দোক্তা দিয়ে—শীগ্‌গীর—"

চায়ের সরঞ্জাম হাজির হইল। মিসেস্ মুখার্জ্জি পেয়ালায় চা ঢালিলেন। হরিশ পূর্ণ পেয়ালা মিঃ কিনি-কিনির সম্মুখে ধরিল।

"চা খান তো?"

"হেউ।"

"এই নিন। বৌদি, একখানা বিস্কুট দাও।"

"ইয়ে কঁড় ? বিড়াতি গজা অছি ?—"

বলিয়া কিনিকিনি হাত বাড়াইল। কিন্তু লওয়া আর হইল না। ঠিক এই সময় মিঃ মুখার্জ্জি গড্ গড্ মস্ মস্ করিয়া হলে প্রবেশ করিলেন।

Hallo, Mr. Baner—এ কে !"

"মিঃ বোনাই—চল, ঠাকুর পো, আমাদের কাজ হয়েছে, এখন শালায় ভগ্নীপতিতে শিষ্টালাপ করুন।"

"এ-কে ! বিমল কোথায় ? তুই ব্যাটা সেই কিনি-কিনি না ?"

"হেউ।"

"ব্যাটা পাজি হারামজাদা ! তুই এখানে কেন ? বল্লুম বরানগর আমার শ্বশুর বাড়ী যেতে এখানে কেন এলি ?"

"ও পরের শ্বশুর বাড়ী না গিয়ে নিজের শ্বশুর বাড়ী এসেছে।"

"হেউ।"

"হেউ কিরে ব্যাটা ! সোফায় ব'সেছে ! তোমাদের কি চক্ষু নেই ?"

"মতে কঁড় দোষ অছি ! মতে আপনি কহিলা, চিঠি দিলা। মু ধাঁই কিড়ি চলি আসিলা। মু কঁড় করিব ?"

"তোর মুণ্ডু করিবি! গুষ্টির পিণ্ডি করিবি! তোমরা পাগল হয়েছ, নয় আমি পাগল হয়েছি! ব্যাটা পাজি —দেখি চিঠি—কোথায় চিঠি?"

চিঠিখানি সম্মুখে টেবিলের উপরই পড়িয়াছিল। মিঃ মুখার্জ্জি তুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়াই মাথায় হাত দিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

"তাই তো, এ কি হ'ল! কিছুই যে বুঝ্‌তে পারছিনে।"

"বোঝাপড়া কর। আমরা তোমার আজ্ঞা পালন করেছি—চল্‌লুম—"

এই সময় মিঃ মুখার্জ্জির মাতা কক্ষে আসিয়া বলিলেন,

"কেন, যাওয়া কেন? আরও খানিক বেহায়াপানা কর না!—শ্রীশ, হরিশ! এ সব কি কাণ্ড কারখানা! কোথাকার একটা উড়ে বামুন, তাকে নিয়ে হাসি তামাসা রঙ্গ! আমরাও তো এককালে বৌ-ঝি ছিলুম! এ বংশের বৌ ঝিদের এতকাল দেখে এসেছি —কই এমন তো কখনো দেখিনি! এরা বিলিতি মেমদেরও হার মানিয়েছে! শ্রীশ, আমার কাশী যাবার

বন্দোবস্ত কর। এমন বেহায়া স্থলে আর আমি এক দণ্ডও থাক্‌তে চাইনি!"

"আমিও কালকের মেলে বিলেতে যাচ্ছি। এ হতভাগা দেশে আর ফিরছিনে।"

"বটে! কেউ কাশীবাসী. কেউ বিলেতে, আর আমি এই উড়ে ম্যাড়াকে নিয়ে স্বর্গে যাই! এই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া।"

"মু কঁড় করিব! দারবান চিঠি আনি দিলা, মু ধাঁই কিড়ি চলি আসিল। মু আউ করিব কঁড়!"

"না, তুমি আউ কঁড় করিবে! যা করেছ, তা চূড়ান্তই করেছ। চল্ ব্যাটা, যেখানকার মাল তোকে এখন delivery দিয়ে আসি।"

এ দিকে উৎকলবাসী মহা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল।

"দোহাই মুনি মা! মু রামকিনিকিনি সাহু ঠাকুর নারদ অছি! মু জীব না।

বলিয়া বেচারী সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল, শ্রীশচন্দ্র সবলে তাহার হাত ধরিয়া হাকিলেন।

"বেয়ারা, মোটর!"

৬

ঘোর সন্ধ্যায় বিমল বরানগরে মুখার্জ্জি সাহেবের শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করিল। ইন্দ্রপুরী সদৃশ শ্বশুরবাড়ী দর্শনে বিমল ভাবিল—তাই তো, এ বাড়িতে কাহারা থাকে! এঁরা কি আমাদেরই মত মানুষ?

চিঠি দেখাইতেই তকমা-আঁটা পাগড়ি-পরা স্থূলকায় চৌ-গোপ্পা আরদালি বিমলকে বিরাট বৈঠকখানায় বসাইয়া বিশ্রাম ও অপেক্ষা করিতে বলিয়া চিঠি লইয়া প্রস্থান করিল। বিমল প্রশংসমান দৃষ্টিতে গৃহসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে করিতে নানা কল্পনায় নূতনত্বের সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। হঠাৎ পেছনে চাহিতেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"নমস্কার।"

প্রতি-নমস্কার হইল। কিন্তু তখনই অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল। প্রতিবিম্ব ও মৃদু হাসিয়া বসিয়া পড়িল। বিমল কৌতুকে নিজেকে নিজে দেখিতে লাগিল। সোনালি ফ্রেমে আঁটা বৃহৎ আয়নায় চেলীর রং গালিচার

উপর গাঢ় লাল ভেলভেট-মোড়া চেয়ারে শুভ্র উজ্জ্বল গৌর-কান্তি সস্মিতানন এক যুবক। যে মুহূর্তে বিমল নিজেকে দেখিতেছিল, অন্য একজনও তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, কিন্তু পার্থক্য, বিমলের ভ্রূ প্রসারিত, তাহার অতিশয় কুঞ্চিত।

"বেয়ারা! আদ্‌মি কিধার?"

"হুজুর! ভিতর বৈঠা।"

"কি হে! তুমি চিঠি নিয়ে এসেছ?"

বিমল নমস্কার করিয়া বলিল,

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বেশ, বেশ!"

মনে মনে বলিলেন—ব্যাটা হয় তো কোন হোটেলের বামুন! দিব্বি চেয়ারে ব'সে আরাম কর্চ্ছেন!

প্রকাশ্যে বলিলেন,

"আহা দাঁড়ালে কেন? দাঁড়ালে কেন? ব'স না, লজ্জা কি!"

"আজ্ঞে আপনি বসুন।"

"ও বাবা! কিষ্কিন্ধ্যার চেহারার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ভাবাও মহানদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে! বাঃ,

তার ওপর এটিকেট-দোরস্ত! ব্যাটা উড়ে, করেছে কি! শ্রীশের choice আছে। শুধু পছন্দ বলি কেন, খুঁজে বার করারও তারিফ দিতে হয়!—বলি ওহে মহাপ্রভু! ও সব ঢং ঢাং যখন হোটেলে ফোটেলে চাকরী করবে,কোরো। এ বাঙ্গালী জমিদার বাড়ী, বুঝেছ? জানবে সব, করবে সব, কিন্তু পুরানো চালটি বাজায় রেখে। জুতো জোড়াটি বাইরে রেখে এস তো!—ব্যাটা উড়ে, ভোল ফিরিয়ে বাঙ্গালী সেজেছে! দাঁড়াও, ব্যাটাকে আচ্ছা ক'রে ঘানিতে ঘুরিয়ে খানিক তেল বার ক'রে দিতে হবে! তা'তে ওর মহা উপকার হবে।—ওহে কিস্কিন্ধ্যা!"

"মহাশয়! আমি শ্রীশ বাবুর কাছ থেকে আসছি।"

"শ্রীশ বাবুর কাছ থেকে এসেছ ব'লে তোমাকেও জামাই আদরে চ্যাং দোলায় দোলাব নাকি? বলি, কাজ কর্ম্ম কিছু জান? ভাল ক'রে ক'রতে পারবে, না কেবল চেহারা জাহির ক'রে ফাঁকি মারবে? কি কি রান্না জান? চপ, কাটলেট, কারি, স্থপ, পুডিং—এ সব জান তো?"

"মহাশয়! আপনি কি বলছেন? বুঝতে পারছিনে!"

"বুঝতে পারছ না! উড়ে, টেড়ি কাটতে শিখেছ, জামা জুতো পরেছ, দিব্বি বাংলা কইছ, আর চপ কাটলেট বুঝতে

পারছ না! ন্যাকা! চপ, ক্যাটলেট, আণ্ডা, মুর্‌গী—এ সব আমার জন্যে আলাহিদা। আর মেয়েদের জন্য যেমন হয়, শুক্ত ডাল ভাত রুটি মোচার ঘণ্ট কাচকলা। এবার বুঝতে পেরেছ? এ বাড়িতে দু কছম খানা—নিয়ম!"

"মহাশয়! আপনি ভুল কচ্ছেন!"

"বটে, ভুল কচ্ছি আমি! তুমি তো বেজায় চালাক—দেখছি! আমাদের বাড়ীর এ চিরকেলে চাল, লাট সাহেব পর্য্যন্ত জানে, আর তুমি বলছ, ভুল কচ্ছি—দারোয়ান!"

"এও কি একটা চাল নাকি?"

"বাপ্‌রে আবার মেজাজ দেখাও যে! চাকরী করতে এসে চোখ রাঙাচ্ছ যে! জানো, এখনি পুলিশে দিতে পারি! জানো, এ বাড়ীতে এসে এখন পর্য্যন্ত কেউ কখনো কথার উপর কথা বলেনি!"

"যারা আসে, তা'রা আপনাদের কুটুম্ব—প্রসাদলোভী, অথবা মো-সাহেব বা মেম সাহেব। ঝকমারি করেছি—শ্রীশ বাবু—"

"আবার শ্রীশ বাবু! তুমি শ্রীশ বাবুর চাকর না আমার? জানো!"

"মশায়! আমি কিছুই জানিনে, জান্‌তে আসিও নি, ওই শ্রীশ বাবুর চিঠি আপনার হাতে, আর এই আমি আপনার সাম্‌নে--এখন আপনার যা অভিরুচি, করুন।"

"পথে এস! জানো, আমরা দরোয়ান ডাক্‌তেও যতক্ষণ, গায় হাত বুলাতেও ততক্ষণ! যাও!—ওরে যেদো!"

"আজ্ঞে যা—যা—যাই, ব—অ—র বাবু!"

"বামুন ঠাকুরকে নিয়ে যা তো। এখনো হাঁড়ি চড়েনি! যাও হে, না হয় দু টাকা বেশী নেবে। জানো, আমরা খুসী হ'লে দু' ঘা জুতোও মারি আবার রেগে দু টাকা মাইনে বাড়িয়েও দি। যাও চট্‌পট্‌ আজকের মত খিচুড়ি ফিচুড়ি দু চার খানা চপ্‌টপ্‌ যা ক'রে ক'রে এনে দাও। তার পর, কাল দেখা যাবে। ক্ষিদেই নাড়ী চুঁই চুঁই করচে। আমার বাবা ঠিক ঘড়ি ধ'রে সাড়ে সাতটায় খানা তৈরি—এ সব জেনে রাখো—আর সকালে ঠিক দশটায়—এক চুল এদিক ওদিক হ'লে এক সিকি জরিমানা। মাফ টাফ নেই, বুঝেছ?"

"কতকটা। ঐ চিঠিখানা দেখতে পেলে আরও পরিষ্কার হয়।"

"দশ টাকার উপর ২ দু টাকা বাড়ালুম—আরো পরিস্কার! পড়তে জান?"

"আন্দাজে বুঝতে পারি।"

"তুমি তো ভারি চালাক হে! আচ্ছা, আচ্ছা, দেখ—এই দেখ।" বিমল শ্রীশ বাবুর চিঠিখানি দেখিল। দেখিয়া অবিনাশ বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিল,

"মহাশয়! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—ক্ষমা করবেন!"

"বুঝতে পেরেছ! ন্যাকা চৈতন্য! ব্যাটা উড়ে, তোমার পেটে পেটে এত বুদ্ধি—দু টাকা চাপ দিয়ে বাড়িয়ে নিলে! যা বলেছি—দেব। কি আর করি! জানো, চাকর বাকর বড় লোকের হাত পা, এক কথায় ঘরের লোক। তোমাদের জন্যে আত্মীয় কুটুম্বেরও কান ম'লে দিতে পারি। যাও, যাও, আর দেরী নয়। পেট চুঁই চুঁই করছে। সকালে কোনো রকমে দুটিন জেলি ফিশ খেয়ে পিত্তি রক্ষে করেছি, এ রাত্রে রাখতে গেলে প্রাণ রাখা দায় হবে। গিন্নী বাপের বাড়ী, মার অসুখ শরীর, তা'তে আবার একাদশী, কি যে করি!"

"তাই তো মশায়! বড় বিপদে পড়েছেন দেখছি, আমারি মতো! তবে আপনি বড় লোক!—"

"এই বার ঠিক বুঝেছ। বড় লোক্ ব'লেই তো বিপদটাও বড়!"

"আমার তার চেয়েও বড়!"

"তোমার মতো লোকের আবার বিপদ কি? লুচি ভাজতে জান? আলুর দম্? পটলের দোরমা?"

"মহাশয়! আমাদের বিপদের কোন মূল্য নাই? আমরা মানুষ না?"

"হোঃ হোঃ তাই না কি? মুস্কিল আসান্, মুস্কিল আসান্, যাঁহা মুস্কিল তাহারই আসান। যাও হে যাও, এখন ক্ষিদের সময়। আমার ক্ষিদে বড় না তোমার বিপদ বড়? তুমি তো আচ্ছা স্বার্থপর দেখছি! জানো, আমাদের আরামের জন্যেই তোমাদের সৃষ্টি! যাও হে, ক্ষিদেয় নাড়ী চুঁই চুঁই করছে! জানো—"

"আর জান্‌তে চাইনে? তবে আপনি ক্ষুধার্ত্ত, ক্ষুধার সময় ভাল মন্দ বিচার না ক'রে যদি গ্রহণ করেন, চেষ্টা করতে পারি।"

"তাই কর না, বাবা! এত লেকচার ঝাড়ছ কেন? আচ্ছা রসিক চূড়ামণি! কি নাম হে?"

"ঐ তো বল্লেন।"

"আর রসে কাজ নেই! যাও যাও, এখন রসুই চাপাও গে। এখন ৭ টা, আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরী চাই।"

"মহাশয়! অন্তঃপুরে প্রবেশ করছি, এর পর অপরাধ নেবেন না!—এও এক মজা মন্দ নয়! দেখাই যাক্ না! যেমনি জানোয়ার, ক্ষিদেও তার অনুরূপ! দোরমা না পেলে সত্যই দরমা খাবে! ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, একটা পুন্য! কিন্তু এ পুন্য বড় বেশী সঞ্চয় করা হবে না। তা'তে ওরও অজীর্ণ রোগ, আমারও কর্ম্মভোগ! কিন্তু শ্রীশ বাবুকে একটা সাষ্টাঙ্গ গড় ক'রে যেতে হবে।"

"কি হে, ভেবেই যে আকুল!"

'জয় দুর্গা' স্মরিয়া বিমল অন্দর-মহলে প্রবেশ করিল। বিমল চলিয়া যাইতেই টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিল। মিঃ অবিনাশ চৌধুরী শিস্ দিতে দিতে টেলি-ফোনের নল ধরিলেন।

"হ্যালো, ..ক, কি চান?"

"আমি বাসন্তী—বাগবাজার—দাদা কোথা?"

"এই যে আমি, দাদা। কি?"

"মহা বিপদ!"

"বিপদ! কি রকম?"

"ওর কি রকম হয়েছে।"

"কি! কি! কি হয়েছে রে!"

"কেমন পাগলের মতো।"

"বলিস্ কি রে!—বলা নেই, কওয়া, নাই, খামাকা পাগল!"

"পাগল কি দাদা ব'লে ক'য়ে হয়, না পরামর্শ ক'রে?"

"বলিস্ কিরে! আগে থাক্‌তে কিছু টের পাস্‌নি?"

"না দাদা।"

"তবে কি ক'রে বুঝলি?"

"পাগল কি আর গাছে ফলে? এক ব্যাটা উড়েকে নিয়ে এসেছে বোনের সঙ্গে বিয়ে দিতে!"

"বলিস্ কিরে!—ঠিক ঠিক! এখানেও এক ব্যাটা উড়েকে পাঠিয়েছে! সে আবার বলে, অন্দরে ঢুক্‌চি অপরাধ নেবেন না।"

"এই তবেই বোঝ, দাদা! কি হবে!"

"সে আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু পাগল হঠাৎ কেন হ'ল?"

"ঐ বোনের বে বে ক'রে।"

"কও কথা! বোন যখন আছে, তখন বের ভাবনা

কি। হাঁ, বের জন্যে যদি high rate of interest দিয়ে বোন্ বরো (borrow) কি চুরি ক'রতে হ'ত, তা হ'লেও কথা ছিল !"

"তা তো বটেই। তা'তে আবার বোন ব'লে বোন— যেন গ্রামোফোন্! গান তো শুনেছ।"

"ওঃ, যেন বুলবুলের তান! অথবা মলমলের থান! সে যাক, এখন পাগল গেল কোথা ?"

"আঃ আমার কপাল! সেই উড়েকে নিয়ে মোটরে ক'রে হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেছেন! কি হবে দাদা!"

"ও দু চার ঘা রদ্দা দিলেই সেরে যাবে।"

"সে আবার কি ?"

"অষুধ রে অষুধ !"

"তা হ'লে দাদা, আমিও আস্‌ছি।"

অবিনাশ দেখিল, বিপদ! ভগ্নীর সাম্‌নে ভগ্নীপতিকে ভাল ক'রে রদ্দা দেওয়ার স্থবিধা হবে না। বলিল,

"তুইও কি পাগল হ'লি নাকি ? তুই এসে কি করবি ? পাগল্ যদি আঁচড়ায় কামড়ায় ?"

"তা হ'ক দাদা, আমিও যাচ্ছি।"

"আরে না না! এখানে এসে কি একটা কেলেঙ্কারি করবি?"

"তা হ'ক, আমি যাব।"

"তার মানে! দেখ, তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করি, কিন্তু তাই ব'লে লোকের কাছে যে মুখ দেখাতে পারব না, সে হবে না! তুমি যে-ই হও না! হাঁ, আমার স্পষ্ট কথা।"

"লুকানো প্রেম স্পষ্ট কথা দিয়েই তো ঢাকতে হয় হে!" —বলিতে বলিতে সেই উড়িয়ার হাত ধরিয়া সহসা শ্রীশচন্দ্রের প্রবেশ। তাড়াতাড়ি টেলিফোঁ রাখিয়া অবিনাশ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া শ্রীশকে দেখিতে লাগিল।

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন,

"লুকানো প্রেম তো স্পষ্ট কথায়ই ঢাকতে হয় হে! চলুক না, থামলে কেন?"

"Stupid! জান, আমি কার সঙ্গে কথা কইছিলুম?"

"ঠিক না জানলেও, এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে,ও ব্যক্তি রসুয়ে বামুন নয়, কোন বামনী হ'তে পারে।"

"বামনী! আমার ভগ্নী।"

"বাহাবা! ভগ্নীর সঙ্গে প্রেম!"

"ভগ্নীর সঙ্গে! তোমার মতো উড়ে ম্যাড়াকে বোনাই—"

"Shut up, you! ফের ঐ নিয়ে ঠাট্টা করবে তো শালা ব'লে কোন্ শালা রেয়াত করবে!"

"মরি! মরি! কি ভগ্নীপতিই জোগাড় করেছ! বেশ ক'রে ধ'রে রাখ, নইলে হাতছাড়া হ'য়ে যাবে!"

শ্রীশ নিজের বাড়ীতেও এমনি ধরণের কি একটা ঠাট্টা শুনিয়াছিল। ভাবিল, ব্যাপারখানা কি! স্থির হইয়া অবিনাশকে বলিল,

"তুমি নিশ্চয় পাগল হয়েছ, অবিনাশ!"

অবিনাশ দেখিল, শ্রীশ স্থির হইয়াছে। আর উত্তেজিত করা উচিৎ নয়—ভাবিয়া বলিল,

"নিশ্চয় ভাই, নিশ্চয়! তুমি এখন একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে বোস!"

"ব'সব কি! আগে ব্যাপারখানা কি, বল তো?"

"সব ব'লব! আগে ঠাণ্ডা হও, নাও, খাও!"

"কি নাইব, খাব? আগে বল, উড়ে ম্যাড়া ভগ্নীপতি, কি বলছ? কার কাছে শুনেছ?"

"শুনব কি, প্রত্যক্ষ দেখছি!"

শ্রীশ একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল,

"তার মানে ?"

"মানে বল্‌ছি ! ওরে যেদো !"

ভিতর হইতে সাড়া আসিল—"যা-যা-যা-যা—" সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া এক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বলিল,

"যা-যা-যা-যা কিয়ে ব্যাটা ! ছুটে যা।"

সে ব্যক্তিও অমনি ছুটিল।

"কোথা যাস্ রে, ব্যাটা ? শোন্, তেল নিয়ে আয়, মা যে তেল মাখেন।"

শ্রীশের জানা ছিল, তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মাথা-গরমের জন্য মধ্যম নারায়ণ মাখেন ! বলিলেন,

"তার মানে, মধ্যম নারায়ণ ! তার মানে, আমার মাথা গরম হয়েছে ! তার মানে, আমি পাগল !"

"ইস্, আবার excited হচ্ছে !—ওরে ব্যাটা যেদো, শীগ্‌গীর যা না !"

"কি শীগ্‌গীর যাবে ! আমি পাগল ?"

"নয় তো তোমার সঙ্গে ও কে ?"

"ও কিনিকিনি।"

অবিনাশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—

"কি বল্লে, কিনি কিনি ?"

"হেউ। মু কিনিকিনি অছি তো হইলা কঁড় ? মু রামর গোড়র কিনিকিনি অছি—নারদ সাহু ঠাকুর।"

"কে! কোত্থেকে যোগাড় কল্লে হে ?"

"কে! কে!—লোকের উপকার করতে নেই! ও উড়ে, তোমাকে দিতে এসেছিলুম।"

"ভাই, আমার তো ভগ্নী নেই!"

শ্রীশ উত্তেজিত হইয়া বলিল,

"ভগ্নী না থাকে, তোমার গুষ্টির পিণ্ডি আছে তো? তা তো যোগাড় করতে হবে! তাই রসুয়ে বামুন এনেছি!"

অবিনাশ ভাবিল, কথায় কথায় excited, তার উপর memory গেছে। যাক, আর উত্তেজিত করা হবে না। বলিল,

"বেশ তো! তাই হবে।—ওরে ব্যাটা হারামজাদা! তুই দাঁড়িয়ে কি শুনছিস্? শীগগীর তেল নিয়ে আয়।"

"দুৎত্তোর শীগ্‌গীর! অবিনাশ, তুমি আমায় insult করছ—আমি আর তোমার বাড়ী পদার্পণ কর্‌ছিনে।"

বলিয়া শ্রীশচন্দ্র উড়েকে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল। অবিনাশ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যেদোকে বলিল,

"ওরে ব্যাটা, হা ক'রে দেখ্‌ছিস্ কি? যা ব্যাটা, ধর ধর,—"

"আ-আ-আ-জ্ঞে! যা-যা-যা-যা—"

"ওরে ব্যাটা, যা-যা করিস্ পরে—এখন সত্যি সত্যি যা।"

যেদো ভাবিল, রাধুনি বামুন পলাইতেছে বলিয়া বাবু ধরিতে বলিতেছেন। ছুটিয়া গিয়া বামুনকে জাবটাইয়া ধরিল। সাহু ঠাকুর মহা উত্তেজিত হইয়া বলিল,

"তু মোর সাথে পারবি। শরা—মু সাহু ঠাকুর অছি!"

ইতিমধ্যে শ্রীশ মোটরে উঠিয়া বলিলেন,

"হাকাঁও।"

তার পর খুব একচোট হাসিলেন।

৮

মিঃ মুখার্জ্জি যখন গৃহে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দশটা। কিন্তু তাঁহার মনে হইল, যেন কত রাত হইয়াছে! কক্ষে কক্ষে নিঃশব্দে আলো জ্বলিতেছে। কিন্তু কিছুই আলোকিত করিতেছে না বরং কি যেন ঢাকিয়া রাখিতে চাহিতেছে। মনে হইল, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা দরজা জানালা সব খুলিয়া দিয়া আলো জ্বালাইয়া রাখিয়া কে কোথায় অন্তর্ধান করিয়াছে! মিঃ মুখার্জ্জি গভীর নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বরাবর দ্বিতলে আরোহণ করিলেন। এ ঘর সে ঘর খুঁজিয়া দেখা না পাইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেই গম্ভীর কণ্ঠে স্ত্রী বলিলেন,

"ভিতরে এস না।"

"কেন, কেন!"

মিঃ মুখার্জ্জি থতমত খাইয়া দরজার কাছে পা-পোষের উপর দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"কেন, কেন আস্‌ব না? আলবৎ আসব, দেখি কে রোখে!"

"একি! একি মূর্ত্তি! সত্যি সত্যিই কি মতিচ্ছন্ন হল!
—রুখবে কে! দেখছ না? আসবে তো জুতো খুলে এস।"

মিঃ মুখার্জ্জি দেখিলেন। দেখিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।—

"বাঃ! বাঃ! Hail Hail, holy wife!
পাপাত্মা পতিরে তব, পায়ে দাও ঠাঁই।
পা-পোষে দাঁড়ায়ে আর রেখো না গোঁসাই॥
Fie, Fie, Bengal পতি!
Three cheers for Bengal সতী!
জয় বাসী বামুণীর জয়! হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে!—"

মিঃ মুখার্জ্জি কুশাসনে উপবিষ্টা স্ত্রীর সম্মুখে মেজের উপর শুইয়া পড়িলেন।—

"বাঃ! ভেরেণ্ডার তৈল প্রজ্জলিত হয়েছেন!—আমার কলুগিরি সার্থক হ'ল! শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ! কি সত্যিনারায়ণের পাঁচালী না সধবার একাদশী? বাঃ বাঃ! মালা ছড়াটি দেখি একবার!—কাঁইবীচির না ছাগলের নাদি? গোবরাদি পঞ্চগব্য, ফলাদি কাচা কদলী—এ সব উপকরণ কোথায়? উড়ে বামুনটাকে রেখে এলুম, নইলে সে ব্যাটা পুরুত হ'তে পারত!—

একনারী ব্রহ্মচারী।

একবস্ত্রা দিগম্বরী॥

মরি মরি! তুমিও কাশী টাশী চল্লে নাকি?"

"যমের বাড়ী! কেন—কিসের এত মুখ-ঝাম্টা? কই, আমি তো এমন ছিলুম না! তোমরাই তো এ সব শেখালে—'বিবিয়ানা' 'ঢং ঢাং', বলি, কে শেখালে! এখন তোমরাই আবার দুষ্‌ছ!"

বলিতে বলিতে মিসেস্ মুখার্জ্জির গলা ভারি হইল। চোখের জল পড়-পড় হইল। সুতরাং নিমেষে মুখার্জ্জি সাহেব আলোকিত কক্ষও অন্ধকার দেখিলেন। ডান বাঁ না চাহিয়া খপ্ করিয়া স্ত্রীর হাতখানি ধরিয়া ফেলিলেন।

"না—আর ভুল্‌ছিনে—কালই বরানগর চ'ল্লে যাব।"

"তা হ'লে আমিও।"

"কোন মুখে? ও মুখ দেখাতে লজ্জা করবে না! একেবারে মতিচ্ছন্ন! বলি, ওখানে আবার কা'কে পাঠিয়েছ, চিঠি দিয়ে?—দড়ি দিয়ে এবার বেঁধে রাখব!"

"দড়ি দিয়ে বাঁধলুম, কড়ি দিয়ে কিন্‌লুম—সে তো অনেক দিন হয়ে গেছে, প্রিয়ে!"

"সে তো হ'য়ে গেছে! এখন সে গেল কোথায়?"

সাত পাক

"কে গো?"

"যা'কে বোনাই করব ব'লে এনেছিলে?"

"তার জন্তে ভাবনা নেই, ঠিক যায়গায় দিয়ে এসেছি। সে এতক্ষণ তোমার দাদার জন্তে চপ্ ভাজ্ছে!"

"সর্ব্বনাশ! তাকে দিয়ে এসেছ দাদার কাছে! সেখানে আবার না কাণ্ড ক'রে বসে। আমি কালই যাচ্ছি।"

৯

ভোর হইতেই মিসেস্ মুখার্জ্জি শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পূজার ঘর, শয়নকক্ষ স্বহস্তে পরিষ্কার করিলেন। তার পর পূজার জন্য বাগান হইতে বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া আনিলেন। ফুলে ভরা সাজি হাতে লইয়া বধূ পূজার ঘরে প্রবেশ করিতেই জপে রত বৃদ্ধা বলিলেন,

"চা টা খাওয়া হয়েছে?"

বধূর অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া ফুলে ভরা সাজি শাশুড়ীর সম্মুখে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিল। জপে আর বৃদ্ধার মন বসিল না! ফুলের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—না, আর কিছু ব'লব না! শত হোক, ছেলে মানুষ! একটি ছেলে হ'লেই সব মান্‌বে, সব বুঝ্‌বে। আর কবেই বা হবে!"

"মা! ওঃ—পূজো কর্‌ছ!—আচ্ছা—"

বলিয়াই মঞ্জু গমনোদ্যত হইল।

"না রে না—শোন্। কি, বল?—ওকি! মুখ শুক্‌নো কেন! দুধ খেয়েছিস্?"

"হুঁ—শোনো, বৌদি বল্‌লে, তোমায় ব'ল্‌তে—"

"কেন! তিনি নিজে এসে ব'ল্‌তে পারেন না! পেয়াদা পাঠিয়েছেন!"

"পেয়াদা পাটাতে যাবে কেন? আমরা নিজেরাই এসেছি।"

"নিজেরা! আর মূর্ত্তিটি কোথায়? বলি, আমি বাঘ না ভল্লুক, না পল্টনের সেপাই!—কপাটের আড়ালে কেন?"

মঞ্জুর শুষ্ক মুখে হাসি ফুটিল। সে হাসিতে মায়ের মুখেও হাসি দেখা দিল। কিন্তু রাসভারি গিন্নী তাহা বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না।

"চার আড্ডা, মজলিস্, পিকিনিকি, কত কি! সে সবে তো ধুম্‌ষো ধুম্‌ষো মাগী মন্দার সঙ্গে হাসিঠাট্টার গব্‌রা তুলে, নেচে কুঁদে আস্‌তে পার? আর আমি মা, আমার কাছে ঘোম্‌টা, আড়াল, চাপা কাশি, মৌনবতী! আয় না, সাম্‌নে আয় না, দেখি একবার? বলি সাধে! এমন হ'তে থাক্‌লে আর দুদিন পরে ফিরিঙ্গি মেমদের

মতো হাত-ধরাধরি ক'রে নাচ্‌তে সুরু করবি!—চ'লে গেছে নাকি?''

"যাবে না! তুমি অমন ক'রে বল কেন?"

"আমি ব'লব না তো, কে আর আছে যে ব'লবে? ইস্‌ লেগেছে—তুই ছুড়ী, তোকে মোক্তারী ক'রতে কে ডাকছে?"

"বাঃ, আমি কি করেছি!"

"তুই-ও তো পায়তাড়া কষ্‌ছিস্‌, দেখাদিকি!"

"বাঃ, আমি কি ক'রেছি! যত দোষ, আমার! আমি ম'লেই বাঁচি! আমার জন্যেই তো এই সব! আমি বুঝেছি!"

"শোন্‌—যাচ্ছিস্‌ কোথা? মেয়ের আমার ঢং দেখ—শোন্‌, বল্‌ছি।"

"কি?"

"কি কথা?"

"না, কিচ্ছু না!"

"তবে যা, বিরক্ত করিস্‌ নে।"

"আমি কাউকে বিরক্ত করিনে। বৌদি বল্‌তে বল্‌ছেন—"

"বল্ না, কি? সোজাসুজি কিছু হবার যো নেই—ঘোর প্যাঁচ, ঘোর প্যাঁচ—"

"ঘোর প্যাঁচা—তার আমি কি ক'রেছি!"

"ঐ দেখ, আবার! কি স্বভাবই হচ্ছে দিনকের দিন! মেয়ে খুব চোপা করতে শিখছে।"

"ব'লতে দিচ্ছ কই? নিজেই ব'লে যাচ্ছ।"

"কেন! আমি তোমার মুখে চাপা দিয়ে রেখেছি! যা, যা, পালা, সকাল বেলা পূজো আশ্রা সব চুলোয় গেল! বিবিরা জোট ক'রে আমায় জ্বালাতে এসেছেন!"

"আর জ্বালাব না। আমরা এখ্খুনি বরানগর যাচ্ছি!"

"যেথায় খুসী যা—আমায় আর জ্বালাস্ নে!"

একটু পরেই সাজিয়া গুজিয়া বধূ এবং কন্যা বৃদ্ধার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। একবার আড়চোখে দেখিয়া বৃদ্ধা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘন ঘন মালা জপ করিতে লাগিলেন।

"মা!"

"উঃ!"

মালা ঘন ঘন ফিরিতে লাগিল। বৌদিদি ননদিনীর কানে কানে বলিলেন,

"চল, প্রণাম ক'রে বেরিয়ে পড়ি। বেলা হয়ে যাচ্ছে!"

ধ্যান ভঙ্গ হইল।

"যাবি, যাবি! একটুও তর্ সইছে না—যেন সব দিগ্বিজয়ে চলেছেন! শ্রীশ, হরিশ, ওদের বলেছিস? কে সঙ্গে যাবে?"

"জানা শোনা সফার। সঙ্গে যাবার আর লোক দরকার কি?"

"কেন? সফার নেওয়া কেন? তোমরা আপনারাই হাঁকিয়ে গেলে হ'ত! না—সেটা এখনও শেখা হয়নি! বলি, আমরা কি বৌ ছিলুম না! শ্বশুর শাশুড়ীর অনুমতি না নিয়ে এক পা বাড়াতে সাহস হ'ত!"

বৌ ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,

"তাই তো মা, তোমারি অনুমতি নিতে এসেছি।"

"অনুমতি নিতে এসেছ না জানান দিতে এসেছ! তা যাচ্ছিস্ তো, অমনি মুখে যাচ্ছিস্ যে বড়? আমি বউ-কাট্‌কি শাশুড়ী, তোমাকে কিছু খেতে দিইনি!"

"ও কথা তোমার শত্তুরেও ব'ল্‌তে পারবে না, মা! যে গিলিয়ে গিলিয়ে খাওয়াও!"

"না, খাওয়াবে না! দিন দিন সল্‌তেটি হ'য়ে যাচ্ছ!"

মঞ্জু হাসিয়া উঠিল।

"সত্যিই বটে! আর দুদিন পরে ন'ড়ে বসতে পারবেন না।"

"চুপ কর্, পোড়ারমুখি, খুঁড়িস নি!"

বধূ বলিল,

"তা এত সকালে কি খাব, মা?"

"দাঁড়া।"

বলিয়া শাশুড়ী সিকের হাঁড়ি হইতে দুইটি নারিকেল লাড়ু বাহির করিয়া বধূর হাতে দিলেন।

"এই এত সকালে খাব, মা!"

"খাবিনি, আমার সাম্‌নে ব'সে খাবি।"

বধূ একটি নাড়ু ননদিনীর হাতে দিয়া অপরটি মুখে দিল। মঞ্জু অভিমান করিয়া বলিল,

"না আমি চাইনে—আমাকে তো দেন নি!"

"তোকে দেব কেন লা! তুই আপনি নিয়ে খেতে পারিস। ও হ'ল বৌ-মানুষ।"

বধূ হাত ধুইয়া আসিয়া শাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করিতে যাইতেই বিধবা বলিলেন,

"ছুঁইয়ো না বাছা, তোমাদের ঐ কাপড়! আমি অমনি

আশীর্ব্বাদ করছি। আজই, সন্ধ্যার আগেই ভালোয় ভালোয় ফিরে এস। পথ ঘাট খারাপ, দিনে ডাকাতি হচ্ছে।"

বলিয়া শ্বশ্রূ বধূর চিবুক স্পর্শ করিলেন।

"এই তো মা ছুঁলে!"

"খুব করেছি, পোড়ারমুখী!"

১০

মোটরে চলিতে চলিতে মিসেস্ মুখার্জ্জি মিস্ মুখার্জ্জির গা টিপিয়া বলিলেন,

"জানিস্, আমরা কোথা যাচ্ছি ?"

মঞ্জু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,

"কেন, বরানগর !"

"দূরশ্ছুড়ি ! বরানগর নয়, বর-নগর।"

"সে আবার কি ?"

"কেন, জান না ? তোমার সখের বরকে তোমার দাদা যে কাল আমার দাদাকে দিয়ে এসেছেন !"

"পোড়াকপাল, সখের বরের ! ধূয়োপত্তর খাবে, আর কিনিকিনি করবে !"

"কেন ভাই,বেশ নামটি ! কিনিকিনি যেন চিনি-চিনি !"

"না, বৌদি, ও কথা নিয়ে আমার ঠাট্টাও ভাল লাগে না। বল্‌লে, বেড়াতে যাচ্ছি, তাই তো এলুম।"

"ওলো, বেড়াতে গিয়ে যদি মনের মানুষ খুঁজে পাস্—"

"যাও, তোমার কেবল ঠাট্টা! সত্যি, ও সব আমার আর ভাল লাগে না।"

"কি ভাল লাগে না?—ঠাট্টা! তবে তো অবস্থা বড় সঙ্গীন! সত্যি করে বল্ দেখি, আমার গা ছুঁয়ে, তোর বরকে এখ্‌খুনি দেখ্‌তে ইচ্ছা করে কিনা?"

"করে তো করে!—এখন হয়েছে? যত সব বাজে কথা!"

"আচ্ছা, আচ্ছা ভাই, কাজের কথা বল্‌ছি। কেমন হ'লে তোর মনমত হয়?"

"এক শ বার এক কথা! আমি আর বক্‌তে পারিনে—"

"খুব পার। বল্ না, ভাই! আমাদের তো খুঁজে দিতে হবে?"

"আমার বর—"

"বাঃ!"

"যাও!—"

"খুব বিদ্বান হবে?"

"না, মূর্খ হবে।"

"এখানে না মানে হাঁ—তথাস্তু। আর দেখ্‌তে?"

"কালো—কুৎসিৎ!—হ'ল?"

"ও কথা বলতে হয়। লোক যে জন্যে কালো হাঁড়ি রাখে—তথাস্তু। আর খুব গা-ভরা গয়না দেবে—"

"ছিঃ! গয়নাগাঁটী, ও সব কি!"

"বলিস্ কিরে! তুই যে অবাক কর্‌লি! মেয়ে মানুষ গয়নাগাঁটী চায় না—সৃষ্টি উল্টোলেও যে বিশ্বেস হয় না! আচ্ছা, তবে তাই, বড় মানুষ হ'য়ে কাজ নেই। আর তো কিছু চাস্ নে? ভাল ক'রে মন বুঝে নে, শেষে পস্তাতে পারবে না। জানিস্ তো, কথায় বলে—

দেখে শুনে নাওরে যাদু!
চক্ষু বুজো না,
চোখ থাকৃতে চোখের মাথা
খেয়ে ব'স না।
ভাবছ যাহা, নয় গো তাহা,
মনের মাঝে যে;

এ যে বনের মানুষ বনে থাকে,

তফাৎ বুঝে নে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন থাম।—আঃ এ রাস্তায় বড্ড ধূলো! যত সব ছোট লোকের বাড়ী কি না!"

"বটে! এ বরানগর—বরের নগর। ওই ধূলি কিছু আঁচলে বেঁধে নে।"

"ইস্—ওটা কি? গান ফ্যাক্টরী না? আচ্ছা, ওর ভেতর ঢুকতে দেয় না?"

মিসেস্ মুখার্জ্জি হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,

"পুরুষদের দেয়, মেয়েদের দেয় না।"

"কেন?"

"সব কথাতেই—কেন? তুই বুঝবি নে। ওখানে অনেক গোলাগুলি আছে কিনা, তাই।"

"কেন তা'তে ভয় কি?"

"ওঃ, তা'তে বিস্তর ভয়! পাছে মেয়েদের চাউনিতে বারুদে আগুন লাগে, গোলাগুলি ফাটে ছোটে।"

"সব কথাতেই ঠাট্টা! সে তোমাদের চাউনিতে, আমাদের নয়।"

বলিয়া মঞ্জু মুখ ঘুরিয়া, বসিয়া রহিল। মিসেস্ মুখার্জ্জি একটু হাসিয়া অন্য চিন্তায় মন দিলেন।

প্রশস্ত প্রাঙ্গনে কৃত্রিম ফোয়ারায় জল উথলিয়া উছালিয়া পড়িতেছিল। কৃত্রিম পাহাড়ের গায় দেশী বিলিতি ফুলের পাতার ঝোঁপঝাড়। মোটর ফোয়ারার পিচ্‌কারী মাখিয়া পাহাড় ঘুরিয়া ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বকিতে বকিতে বড় বড় থামওয়ালা গাড়ী বারান্দার নীচে আসিয়া থামিল। দারোয়ান ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকেই একটা ত্রস্তব্যস্ত ভাব।

রাণীর মত গৌরবে, গাম্ভীর্য্যে এবং ভঙ্গিমায় উভয়ে মোটর হইতে অবতরণ করিয়া হলে প্রবেশ করিলেন।

এই সেই হল, বিমল যেখানে কৌতুকে নিজেকে নিজে নিরীক্ষণ করিয়াছিল।

মিঃ অবিনাশ চটিজুতা পায়ে ফট্ ফট্ করিতে করিতে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল,

"বাড়ী গেছে তো? যে ক'রে এখান থেকে রেগে বেরিযে গেল—ওঃ, এতক্ষণ দেখতে পাইনি!"

"আমাদের মতো ছোটো জিনিষ কি সহজে বড় নজরে পড়ে!"

"ওরে বাস্‌রে ! আসুন, আসুন, আসুন মহাশয়া না মিসেস্ কিনিকিনি ?

মঞ্জুমতী মঞ্জুময়ি মঞ্জুশ্রী বরাননী !
কে কোথায় আছিস্ ওরে, দেখ্ সে এসে
কিনিকিনি।"

"যেমন বোনটি, তেমনি ভাইটি !"

হাসিতে গৃহের আকাশ ভরিয়া গেল।

"দাদা, বামুনটা আছে তো ?"

"আছে, ব'লে আছে ! ব্যাটা বড় বেজায় রকম আছে। এক সের ময়দার লুচি ভাজ্‌তে ঘি খরচ করেছে এক-টিন। পটলের দরমা গুলো দরমা-চচ্চড়ি করেছিল।"

"বল কি, দাদা ! কিছু রাঁধতে জানে না ?"

"রাঁধতে জানুক না জানুক, হাত পা পোড়াতে, আর জিনিষপত্র ওড়াতে খুব জানে।"

"মঞ্জু ভাই, তুই দাদার সঙ্গে কথা ক। ইতি মধ্যে আমি তোর বর দেখে আসি। দাও দাদা, পায়ের ধূলো দাও। মঞ্জু, দাদাকে প্রণাম করলি নে !"

মঞ্জু প্রণাম করিতেই অবিনাশ সুর করিয়া বলিলেন,

"আশীর্ব্বাদং আন্তারিকং,
মঞ্জুমতী রূপবতী
ত্বরায় বরং প্রাপ্তি।"

হল অতিক্রম করিয়া অন্দর মহলের প্রবেশ-পথে নীল পরদা। পরদার সম্মুখীন হইতেই মিসেস্ মুখার্জ্জি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ফিরিয়া বলিলেন,

"দাদামণি! বাজারে লোক পাঠাও—মঞ্জু বাড়ী গিয়ে নিন্দে না করে—বুঝ্‌লে?"

"অবিনাশ বাবু, বুঝ্‌লেন!"

"বুঝেছি রে বুঝেছি—
ষোড়শী রূপসীর ভোগ,
ভেট্‌কী মাছ মোহনভোগ।
গরীবের ডাল ভাত,
কুচো চিংড়ি, বাজিমাৎ॥"

"দাদা, কুচো চিংড়িতেই বাজিমাৎ! তা হবে না।"

"বলি, কখন এয়েছিস্, এখনো নীচে ব'সে! মঞ্জু, এয়েছ মা! থাক, থাক, অমনিই আশীর্ব্বাদ করছি। বেয়ান ভাল আছেন? শ্রীশ, হরিশ? শ্রীশ এলো কাল, এসেই রাগারাগি ক'রে চ'লে গেল, শুনলুম। চল মা উপরে।"

"সে কি, মা! এ তোমার ভারি অন্যায়! আগে দরজার কাছে আমার পূজা দিয়ে, তার পর তোমার কাছে যাবে। অগ্রে ঢুণ্ডিয়া গণেশ, পশ্চাৎ অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর!"

মঞ্জু মৃদু হাসিয়া বলিল,

"তাই তো ভুল হ'য়ে গেছে, গণেশ বাবু! অগ্রে জান্‌লে, ছোলা ভাজা চীনের বাদাম এক ঠোঙ্গা নিয়ে আস্‌তুম।"

"এতক্ষণ বুঝি, এই সব হচ্ছিল! আমি ভাবি, এল গেল কোথা! হাসি তামাসায় পেট ভরবে না। অনু, তুই নিজেই বাজারে যা। আর বামুন যা এয়েছেন, সে এক কাণ্ড! বৌমাও এখানে নেই—কষ্ট হবে! কি আর করবি! বামুনকে দেখিয়ে বুঝিয়ে এক রকম ক'রে চালিয়ে নে—তাও যে কি হবে! কাল রাত্রে লুচী ভাজ্‌তে গিয়ে, যা করলে! ছেলেমানুষ দেখ্‌লে, মায়া হয়! কষ্টে পড়েছে, চাকরী করতে বেরিয়েছে—কিচ্ছুই জানে না।"

"চল মা, উপরে। সে সব দেখা যাবে। তোমার কিচ্ছু ভাবতে হবে না। মঞ্জু, তুই মার সঙ্গে উপরে গল্প কর, যা। আমি দেখে শুনে নিয়ে ডাকব এখন।"

সাত পাক

জননী এবং নন্দিনীকে দ্বিতলে এবং অবিনাশ বাবুকে বাজারে পাঠাইয়া দিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি রন্ধন-মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মিসেস্ মুখার্জ্জি রন্ধনশালার দ্বারে দাঁড়াইতেই বিমল থতমত খাইয়া গেল। দুগ্ধপূর্ণ হাতের কড়াটা রাখিতে গিয়া কাৎ হইয়া পড়িল। গরম দুধ খানিকটা হাতেও পড়িল।

ঝি ঘরের কোনে মশলা পিশিতেছিল। দেখিয়াই হৈ হৈ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

"আ-হা-হা-হা! কেমনতর বামুন গা! বেবাক দুধ ফেলি দিলে! কোন কম্মে যোগ্যোর নেই! দেখ্‌তে কেবল রাঙ্গা মূলো!"

নোড়া হাতে ঝি হঠাৎ মুখ কাঁদ-কাঁদ করিয়া বাহিরে আসিল। কিন্তু দরজার কাছেই মিসেস মুখার্জ্জিকে দেখিতে পাইয়া তখনই একগাল হাসিয়া বলিল,

"ওমা! দিদিমণি যে! কখন এলে? জামাই বাবু এলেন না? দেখুন দিকি, বামুন ছেলেটার কাণ্ড!"—

কিন্তু দিদিমণি কোন কথা না বলিয়া দুধের বন্যার মধ্যে উপবিষ্ট স্তব্ধ অপ্রতিভ বিমলকে বিস্মিত নেত্রে দেখিতে

দেখিতে ভাবিলেন,—'এতো সে নয়! কি গোলমালই বাধিয়েছে!—আহা! কে যেন দুধের আলপনা দিয়ে সোনার কার্ত্তিক বসিয়ে রেখেছে! আমি মনে করেছিলুম, সেই উড়েটা। আহা! ছেলে মানুষ! দুধ ফেলে দিয়ে কাঁদ-কাঁদ মুখ হয়েছে! এ কখনই রাধুনী বামুন নয়। এর চৌদ্দ পুরুষেও কখনো হাতে বেড়ি ধরেনি!' বলিলেন,

"তা পড়েছে—পড়েছে, আমি পরিষ্কার করিয়ে দিচ্ছি।"

বিমল মুখ তুলিয়া চাহিল। যে বেসুর তাহার মনে এতক্ষণ বাজিতেছিল, হঠাৎ তাহাতে অতি মধুর সুর বাজিয়া উঠিল। বিমল মুখ তুলিয়া চাহিতেই তাহার বড় বড় চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতে লাগিল। এই অশ্রু আর ঐ স্নেহমাখা সহানুভূতিকে সূত্র করিয়া বিধাতা উভয়কে যে স্নেহের সম্বন্ধে বাঁধিলেন, তাহাতে বিমলের মনে হইল—বুঝি ইহাই সহোদরা ভগ্নীর স্নেহ, প্রীতির এবং সহানুভূতির প্রতিমা! মিসেস্ মুখার্জ্জিরও মনে হইল,—এ যেন সত্যি সত্যিই তাঁহার ছোট ভাই।—কিন্তু কে এ!

"তোমার বুঝি রাঁধবার অভ্যেস নেই ?"

"না দিদিমণি ! আমি কখনো এ কাজ করিনি।"

"তাহ'লে করবার কি দরকার ছিল ?"

"আমার তো দরকার ছিল না ! শ্রীশবাবু আমাকে চিঠি দিয়ে এইখানে পাঠিয়েছেন।"

"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম বিমল।"

মিসেস্ মুখার্জ্জির মনে পড়িল। কিনিকিনি ব্যাপারে তাঁহার স্বামীর মুখে এই নাম শুনিয়াছিলেন। এ বিমল নিশ্চয়ই সেই বিমল। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কি বেলগাছিয়া অয়েল ফ্যাক্টরীতে গিয়েছিলে ?"

"সে নাম আর করবেন না, দিদি !"

"কেন ?"

"গিয়েছিলুম ব'লেই আজ এই লাঞ্ছনা। এখানে চাকরী হবে ব'লে চিঠি দিয়ে পাঠালেন।"

"তার পর ?"

হাতে পায়ে দহন-চিহ্ন দেখাইয়া বিমল বলিল,

"তার পর, এই।"

"আহা !"

বলিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তখন একটা উড়ে বামুন সেখানে ছিল কি?"

"ছিল বৈকি!"

বুদ্ধিমতী মিসেস্ মুখার্জ্জির নিকট আর কোন জিনিষ অস্পষ্ট রহিল না। বুঝিলেন, তাহার অসাবধানী স্বামী চিঠি দিতে বদল করিয়াছেন। এই-ই তাহ'লে মঞ্জুর বর; যদি হয়, মঞ্জুর সৌভাগ্য। কিন্তু তার মনটাও তো একবার বোঝা চাই। বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন,

"মঞ্জু একখানা পরিষ্কার ন্যাকড়া নিয়ে আয় তো, ভাই।"

মঞ্জু আসিল। এবং দ্বারের নিকট হইতে এই অপরিচিত যুবককে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

দুইটিকে একস্থানে দেখিয়া মিসেস্ মুখার্জ্জি খুসি হইলেন এবং মনে মনে স্বামীর নির্ব্বাচনের প্রশংসা করিলেন।

সমাপ্ত